অভেদী।

"আলালের ঘরের দুলাল," "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়," "রামা রঞ্জিকা," "কৃষিপাঠ," "গীতাঙ্কুর," ও "যৎকিঞ্চিৎ" রচয়িতা

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SUCHAROO PRESS, BY LALLCHAND BISWAS, NO. 16, BRITISH INDIAN STREET.

15*th January,* 1871—*(Price* 8 *Annas.)*

শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন দত্ত

মহাশয়েষু।

আর্য্য!

আপনকার উদার ও অভেদী প্রকৃতি জন্য স্বীয় শ্রদ্ধা-চিহ্ন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-খানি আপনাকে উৎসর্গ করিতেছি।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর

সূচিপত্র।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

অভেদী।

১।—অন্বেষণচন্দ্রের বনে শিকার দর্শন, বন্য লোক-দিগের সহিত আলাপ ও ধর্ম্ম লক্ষণ চিন্তন।

অন্বেষণচন্দ্র, ভদ্র কুলোদ্ভব, তরুণ বয়সী, অতার্কিক মিতবাকী, শান্ত, জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগী, অন্বেষণার্থে ভ্রমণ করিতেছেন। অনতিদূরে নিবিড় বন—বৃহৎ২ বৃক্ষে অরণ্য-বেষ্টিত, বন-ফুলের শোভা মনোহর—শ্বেত, পীত, নীল, হিঙ্গুল নানাবর্ণ ও নানাত্ব একত্রিত হইয়া বায়ুর সহিত আশ্লেষ করিতেছে। বন দৃশ্য কি চমৎকার, ও সাধুচিত্তে কি সদ্ভাব উৎপাদক! কি মধুর গাম্ভীর্য্য ও বৈকালিক কোমলতা! কিন্তু ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মীর ন্যায় চঞ্চলা। অল্প সময়ের মধ্যেই গজের গমনের গাঢ় শব্দ হইতে লাগিল। গজোপরি দুই জন নব্য মিলেটরি ও এক জন প্রাচীন পাদরি বসিয়াছেন। দুই জন মিলেটরি শার্দ্দূল ও বরাহ শিকার জন্য দূরবীক্ষণ দ্বারা দূর-দৃষ্টি করিতেছেন—নিকটে বন্দুক, ছোরা, বর্শা, বদনে চুরট—তাহার ধূমেতে ক্ষুদ্র নেত্রোৎপত্তি, কিন্তু শৈশবাবস্থাতেই বিয়োগ। প্রাচীন পাদরি আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়, যজন যাজন ও অধ্যাপনে নিপুণ, এক২বার ভয়েতে

ঈষৎ কম্পমান ও ভাবিতেছেন ব্যাঘ্র দেখিলে পাছে ভূমি-
সাৎ হই, শিকার কখন দেখি নাই এজন্য আসিয়াছি—
দেখিয়া স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করিব, ও ইহার
বর্ণনা পুস্তকে লিখিব, কিন্তু বুঝি অপঘাত মৃত্যু উপস্থিত।
দুই জন মিলেটরি পাদরির রকম সকম দেখিয়া চখটেপাটিপি
করিতেছেন, পাদরি তাহা বুঝিয়া ধীর বদন ধারণার্থে নিমগ্ন।
সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হয় না—মনের অনেক তরঙ্গ
গুপ্তমান, তাহাদিগের জন্ম ও লয়ের ব্যবধান ব্যবধান মাত্র
ও যাহা প্রকাশ তাহা বাহ্য কারণ হিল্লোলেই প্রকাশ।
এজন্য সকলের সকল ভাব সকলে অনবগত। হস্তি মন্দ মন্দ গ-
তিতে চলিয়াছে, শুণ্ড অর্দ্ধ উত্থিত— সাময়িক নিনাদ বন শান্তি
বিঘ্নকর। ইত্যবসরে দূর হইতে আলম্— আলম্ শব্দ উঠিল,
"ঐ এলোরে ঐ এলোরে" তাহার পর কর্ণগোচর হইল।
অমনি কতগুলি বন্যলোক টিকারা ও কাড়ানাগড়া বাজাইয়া
গান করিতে লাগিল "দাদা বাগ মারতে চল দাদা বন চালুতের
ফল"। বন্যদিগের হস্তি নাই, অশ্ব নাই, বন্দুক নাই, বর্চ্ছা নাই,
কেবল খড়্গা ও তীর লইয়া অকুতোভয়ে শার্দ্দূলের প্রতি ধাব-
মান হইল। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রেই ব্যাঘ্র লাঙ্গল লাগ
লাগ করিতে লাগিল ও চক্ষুপরি চক্ষু রাখিয়া বন্য লোক-
দিগের উপর লম্ফ দেয় এমত সময়ে তাহারা পঞ্চ২ তীর মারিয়া
ব্যাঘ্রকে ভেদ করিয়া খড়্গা দিয়া তাহার মুণ্ড ছেদন করিল
সাহেবরা বন্যলোকদিগের পরাক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত
হইলেন ও শিকারার্থে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন।

অন্বেষণচন্দ্র দূর হইতে এই সকল দৃষ্টি করিয়া বন্য লোকদিগের নিকট উপনীত হইলেন।

তাহারা বলিল তুমি কে?

অন্বেষণচন্দ্র উত্তর করিলেন আমি ভ্রমণকারী, তোমাদিগের সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

বন্য লোকেরা বলিল মহাশয়! আমরা এরূপ কর্ম্ম নিত্য করিয়া থাকি—মনের বাঘই ভয়ানক—বনের বাঘ ভয়ানক নয়, সহজেই মারা যায়। রাত্রি হইল, আমাদিগের বাটী পর্ব্বতের উপর, সেখানে আসিয়া অবস্থিতি করুণ, কল্য প্রাতে যাইবেন।

অন্বেষণচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সহিত পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া কয়েক খানি সুনির্ম্মিত কুটীর দেখিলেন। তিনি উপস্থিত হইবা মাত্রেই অন্যান্য পার্ব্বতীয়েরা ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণ নিকটে আসিয়া যথেষ্ট সমাদর ও আতিথ্যপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা ফল ও সুস্নিগ্ধ বারি প্রদান করিল। তিনি তাহা ভক্ষণ ও পান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে অনেক পরিবার দেখিতেছি—তোমাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে নিষ্পত্তি হয়? এক জন প্রাচীন বলিল—আমরা সকলেই চাষ করি ও আপন২ পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করি তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, পরস্পর কাহার সহিত বিরোধ হয় না, সত্য ব্যতিরেকে অন্য বাক্য কহি না ও কি পুরুষ কি স্ত্রী ভ্রষ্টাচার যে কি তাহা জানে না, এজন্য সকলে পরম সুখী আছি ও আমরা সকলেই ঈশ্বর উপাসক, তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে মনে ভাবিয়া বলি যে লোভ ও পাপে পতিত না হই।

অন্বেষণচন্দ্র বন্য লোকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতি-শয় পরিতৃপ্ত হইলেন ও ভাবিলেন যে ইহারা বন্য বটে এবং অসভ্য বলিয়া গণ্য, কিন্তু সভ্যদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—যাহারা যত জিতেন্দ্রীয় তাহারাই তো তত প্রকৃত ধার্ম্মিক, এক্ষণে অন্বেষণ করিয়া সার উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবেক। পুস্তক পাঠ উদ্বোধক কিন্তু সকল সদ্ভাব স্থায়ী নহে, মানব স্বভাব দর্শনে নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া ধ্যান ও ধারণা আত্মার উন্নতির কারণ বটে, কিন্তু অভ্যাসের অগ্রে জীবনের সার লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। নানা গ্রন্থ পাঠে ও নানারূপ উপদেশে আত্মা পরিপুরিত—কি গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য—কি সাধ্য কি অসাধ্য—তাহা নিগূঢ় চিন্তা ও আত্ম পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক। পর দিবস অরুণোদয়ে তিনি বিদায় লইয়া পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া মন্দ২ সমীরণ সেবন করতঃ চলিলেন।

২।—সহমরণ—আত্মবিষয় চিন্তন।

নদীর নিকটে কি কোলাহল! অনেক লোকের আগমন। আবাল, বৃদ্ধ সকলেই বিমোহিত ও রোরুদ্যমান। একটি বহু শাখাযুক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে খট্টোপরি শব রহিয়াছে, তাহার পদতলে রূপলাবণ্যযুক্তা, উর্দ্ধনয়নী, পট্টবস্ত্র পরিধায়িনী, সিন্দুর জ্যোতি রলঙ্কৃতা ও বটশাখা কর গ্রাহিণী এক রমণী বসিয়াছেন। নিকটে দুইটি শিশু রোদনপূর্ব্বক বলিতেছে—মা! পিতার শোকে আমাদের প্রাণ যায়, তুমি সহমরণ গেলে আমরা কোথা যাব? মাতা এই হৃদয়ভেদী বিলাপে

যুক্ত না হইয়া সন্তানদিগের মুখ চুম্বন করত বলিলেন, পরমেশ্বরের অসীম কৃপাতে তোমরা অনেকের নিকট পিতা মাতার স্নেহ পাইবে—স্থির হও, রোদন করিও না। পরে অনেকে নিকটে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোককে নানা প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুই উত্তর না দিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে থাকিলেন। নিকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল যে তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব বলে শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে—আত্মাতে বাহ্যভাব কিছুই প্রেরিত হইতেছে না। অল্প কাল পরে শব স্নাত হইলে তিনি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনামের ধ্বনি করত মৃত ভর্ত্তার চিতায় আরূঢ় হইয়া যেন স্বর্গলাভ করিলেন। রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামির শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্য্যে সম্পূর্ণ—দুই হস্ত সংযুক্ত—বদন ঈষদ্ধাস্যান্বিত—নয়ন সমাধিতে আবৃত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল তদবধি তাঁহার পবিত্র রসনায় হরিনাম সকলের শান্তিদায়ক হইয়া ছিল।

অন্বেষণচন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আত্ম বিচার করিতে লাগিলেন। সক্রেটিস মৃত্যুকালীন মৃত্যুঞ্জয় হইয়া শান্তচিত্তে বিষপান করিয়া ছিলেন। ক্রাইষ্টও অন্তিম কালে বৈরিভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করেন, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে তিনিও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না রক্ষা করিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া ছিলেন—পিতঃ! আমাকে তুমি কি ত্যাগ করিলে? রণক্ষেত্রে বীরেরাও মৃত্যুকে ঘৃণা করিয়া প্রাণদান করিয়া থাকে ও অনেক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও ধর্ম্মবলে মৃত্যুপাশ বন্ধন হইতে

মুক্ত হয়েন, কিন্তু এ রমণীর ন্যায় আধ্যাত্মিক বল অসাধারণ। মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করা ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া শান্ত-ভাবে দেহ বিনাশ করা ভিন্ন ব্যাপার। সকল বীরত্ব অপেক্ষা এ বীরত্ব শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এ কিরূপে জন্মে? অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক বিদ্যা বিশারদ লোক বলেন আত্মা নাই—মরণেতেই জীবনের বিনাশ, জীবন কেবল শারিরীক কার্য্যের নিয়ামক। আত্মা কখন কাহারো সমীপে দৃষ্ট হয় নাই ও যাহা চাক্ষুষ নহে তাহা অবিশ্বাস্য। সকল শাস্ত্রে আত্মার অমরত্ব উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে কেবল লোক যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য। আত্মার অবি-নাশত্ব স্বীকার না করিলে অত্যাচারের বৃদ্ধি, বাস্তবিক এ বিষয় কেহই সংস্থাপন করিতে পারে না, এবং আচার্য্যেরাও শাব্দিক অনুমেয় ও উপমেয় প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার বুঝাইয়া দিতে পারেন না। শিষ্যও পাছে নাস্তিক বলিয়া গণ্য হয় এই ভয় প্রযুক্ত অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কিন্তু এ বিষয়টি নির্ণয় করা অতিশয় আবশ্যক। যদি এই অনুসন্ধানে বিশেষ আলোক পাওয়া যায় তবে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় নিশ্চয় হইবে তাহা না হইলে সকল উপদেশই যাহা সত্য ও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে তাহা দুর্ব্বল সংস্কারাধীন ও এই কারণেই এত মতান্তর, বিবাদ, কলহ ও দলাদলি হইতেছে। অনেক পড়িয়াছি, অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই অন্ত পাই না। যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি তিনি আপন মত প্রকাশ করেন। তত্ত্ব তত্ত্ব করিতে গেলে ঐ মত ধূমবৎ বোধ হয়। দেখি ঈশ্বর যা করেন, অন্বেষণ করিতে ত্রুটি করিব না।

৩।—পিঙ্গলা গ্রামে লালবুল্‌কড়ের স্বভাব বর্ণন; ধর্ম্ম বিষয়ে দলাদলি।

পিঙ্গলা গ্রামে লালবুল্‌কড় নামে এক জন খড়িবাজ লোক ছিলেন। তাঁহার পশ্চিম দেশে জন্ম ও সৌদাবাদে অনেক দিবস অবস্থিতি এজন্য তাঁহার কথা জারজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহা কহিতেন তাহা অর্দ্ধেক হিন্দি ও অর্দ্ধেক সৌদাবাদি। লোকটী সাম্প্রদায়িক কিন্তু আপন অভিপ্রায় কি তাহা ডুবুরি ডুবিলেও অন্দি সন্দি পাইত না। সর্ব্বদাই ইজের ও চাপকান পরা ও লাটুদার পাগড়ি মাথায়, হাতে হরিনামের মালা, সকল কথাতেই রাজা উজির মারতেন, সকল কর্ম্মেতেই ডিকরি ডিস্‌মিস্‌ করতেন, আর সর্ব্বদাইপূর্ব্ব কালের মাহাত্ম্য বর্ণন করত বলিতেন, "আরে আখোন কি আছে—আগে তবলার চাটি, ঘোড়ার চিঁহি, লুচি পুরির খচাখচ, আখোন এ গলিতে ছুঁচার ডাক ও গলিতে পুছার ডাক"। নিকটস্থ কেহই সম্পূর্ণরূপে কোন কথা সাঙ্গ করিতে পারিত না। কথা আরম্ভ করিলেই, তিনি বলিতেন আরে রহ মশাই, তুমি ঝান কি? বিদ্যা সম্বন্ধীয় অথবা ধর্ম্ম বিষয়ক কি অদালত সংক্রান্ত প্রস্তাব হইলে, তিনি অমনি হুম্‌ড়িখেয়ে পড়ে বেহুদা বক্‌তেন ও সকলেই নিরস্ত হইয়া সুপারি ধরিয়া থাকিত। তাঁহার নাম পরমানন্দ, কিন্তু তাঁহার বাকচতুরতা ও সব বিষয়েতে ঠোকরমারা জন্য গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে লাল বুল্‌কড় বলিয়া ডাকিত ও তিনিও আত্মগৌরব সংস্কার

ফলতঃ তাহাতে তুষ্ট হইতেন। যেখানেই কোন কঠিন প্রশ্ন হইত সেখানেই লোকে উপেক্ষা করিয়া বলিত এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লালবুঝ্‌কড় বই আর কে করিবে? লালবুঝ্‌কড় কোন বিষয়েই পিছ্‌পা হইতেন না। জ্যোতিষ, হাত দেখা, কোষ্ঠির ফলাফল বলা, দৈবকার্য্য করা রোজাগিরি কর্ম্ম, ভুতনাবান, বন্ধ্যাদিগের ঔষধি দেওয়া এ সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সর্ব্বদাই এক রকম না এক রকমে ব্যস্ত যেন অহরহ লাঠিমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কি হিন্দু কি মসলমান সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত—সংসারে বাহ্য চটকে কি না হয়? যাহার রূপ আর বুক তাহারি জয়। এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিবস দুই জন ইতর লোক প্রচুর সুরাপান করিয়া বিবাদ করিতেছে। এক জন বলিতেছে বৃক্ষ বড়, এক জন বলিতেছে পাতা বড়। হাতাহাতি হইবার উপক্রম—এমত সময় অন্য এক জন পড়িয়া বলিল তোমাদের বিবাদ ভঞ্জনার্থে লালবুঝ্‌কড়ের নিকট যাও। অমনি তাহারা টলতে টলতে আসিয়া বলিল ও গো বোঝা-কড়ি মশাই! ঘরে আছ গো? এরূপ সম্ভাষে লালবুঝাকড় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল হারে তোরা কি মাংছিস? তাহারা মদ ভরে অঙ্গ কাঁপাইয়া বলিল—মোর বাপের ঠাকুর বলতো বিক্ষ বড় না পাতা বড়? লালবুঝ্‌কড় বলিল ঝা বেটারা, ঝা বৃক্ষ বড়। ঐ দুই জনের মধ্যে এক জন বলিল তবে বাবা তোমার মুখে ছাই দি। মানপাতা কি মোর বাপ? তার যে পাতা বড়। তোমার এই মোড়লি? ছি! ছি! লালবুঝ্‌কড় পাছে আপনার অপাণ্ডিত্য লেশ মাত্র প্রকাশ পায়, এজন্য অমনি ছমকে উঠে ঝা বেটারা, ঝা বেটারা, বলিয়া তাহাদিগের বাহির করিয়া দিলেন। গ্রামে

নানা প্রকার লোক নানা মতাবলম্বী। স্থানে স্থানে দলে বিভক্ত ও যেখানে দল সেখানেই দলীয় ভাব সম্পূর্ণ ও দল ভাবই ঈশ্বর জ্ঞান। যাহারা যে দলস্থ তাহারা আপন মত ও বিশ্বাস প্রকৃত সত্য জ্ঞান করে ও ঐ মত ও বিশ্বাস রক্ষা ও বিস্তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এই কারণ এক দল অন্য দলের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে ও মনে করে যে সত্য ও ধর্ম্ম কেবল তাহাদিগের হস্তে। গ্রামেতে পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম ও উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে, মোসলমান দিগের মসজিদ প্রান্ত ভাগে সেনাপানান ও পাদরিদিগেরও গির্জ্জা স্থাপিত হইয়াছে। যাহার যে অভিপ্রায় ও অভিরুচি সে তাহা করিতেছে ও তাহাতে মনের চাঞ্চল্য, মতের ভিন্নত্ব, বিশ্বাসের নানা কলা প্রকাশ ও দলাদলির আক্রোশের বৃদ্ধি। সকলেই সকলকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে ও নূতন নূতন লোক জোয়ারের জলের ন্যায় এক দল হইতে অন্য দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মানুরাগী হইলে ব্রাহ্মেরা তাহার উপর ধাবমান হইতেছে ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হইলে খ্রীষ্টীয়ানরা তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। পৌত্তলিক আক্রমণ না করিয়া কেবল বলিতেছে সব গেল এতো জানাই আছে, সব একাকার হইবে, এক্ষণে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মরিতে পারিলেই হয়। মোসলমানেরা বিষহত সর্পের ন্যায় দংশন করণে অশক্ত কোন অবরাম করিলে সাজা পাইতে হইবে—অল্প অল্প জলের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহাতেই চেষ্টান্বিত। উন্নত ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন প্রকৃতকার্য্য কিছুই হইতেছে না—সেকেলে ব্রাহ্মেরা প্রকৃত

জড়ভরত। কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়া ও কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করায় কি হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। বাইবেল, কোরান, জেন্দবেস্তা প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সার অংশ দেওয়া কর্ত্তব্য। অনুষ্ঠান কি জাতকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির প্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেই হইতে পারে? জাতিভেদের বিনাশ—বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণে বিবাহ প্রচলন, বালবিবাহ নিবারণ ও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও অন্তঃপুর হইতে বন্ধন মোচন ইত্যাদি না হইলে কি উন্নতি হইবে? সেকেলে ব্রাহ্মোরা বলেন এসকল কালেতে হইবে, কিন্তু সে কালকে কার্য্য দ্বারা না আনিলে সকলই কাল স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ পইতা ধারণ কি ভয়ানক! ইহাতে ঘোর পৌত্তলিকতা প্রকাশ পাইতেছে, তবে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথায়? এইরূপে জল্পনা, কল্পনা, অনুশীলন ও মতান্তরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গ্রাম কম্পবান—মুহু র্মুহুর নানা তরঙ্গ উঠিতেছে, এক এক তরঙ্গের বেগ কে ধারণ করে? আর এদিকে জাতিমারা, ধোপা নাপিত বন্ধ করা, নিমন্ত্রণের কলহ, দলোদিগের ঘোঁট সাতিশয় হইতেছে। দুই এক জন আমুদে লোক যাহারা কোন দলে লিপ্ত নয় তাহারা মধ্যে মধ্যে লাল বুঁকড়ের নিকট আসিয়া বলে, কেমন গো মহাশয়! তুমি তো সকলের আক্কেল বরদার—এসব গোল মেটাও না কেন?

লালবুঁকড় তাহাদিগের ব্যঙ্গোক্তি কথা শুনেন ও বলেন—আমি যেমন যেমন বুঝ্‌ব তেমন তেমন কাম কর্‌ব—বখেড়া বহুৎ ওয়ক্ত বহুৎ চাই।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র বোঝ সোঝ? তোমার তো বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড আমরা জ্ঞাত আছি। তুলসি দাসী, রামায়ণ, সতসইয়া, প্রেমসাগর প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়াছ—ধর্ম্মবিষয়ক চর্চ্চা কবে করলে?

লালবুঝক্কড় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—না বাবু। আপন আপন কামে যা—হামার সাত টিট্‌কারি করনা, কি কাম? হামি কি না জানি? ওখ্‌ত হলেই নিকাস করব। এখোন বাকড়া বাড়িতে দেও যদি আপনা আপনি না কমে তো হামি কমাব।

—বাবুসাহেব ও জোঁকোবাবুর পরিচয় ও আত্মবিষয়ে তাহাদিগের মত, অন্বেষণচন্দ্রের পিঙ্গলা গ্রামে প্রবেশ ও সমাজাদি দর্শন।

গ্রামের দক্ষিণস্থ মাঠের নিকট একটি সুনির্ম্মিত অট্টালিকা সম্মুখে উদ্যান। বায়ুর স্রোত নিরন্তর বহিতেছে। লোকের গমনাগমন অল্প—সময়ে সময়ে এক এক খানা গরুর গাড়ি কলুর ঘানির শব্দ করত চলিয়াছে। ভারাক্রান্ত গরু অচল কিন্তু বেত্রাঘাতে সচল—দুই এক জন ছোটো মস্তকে তরকারির বোঝা ও শরীর ঘর্ম্মে স্নাত—বেগে চলিয়াছে। মন্দ মন্দ গতিতে মধ্যে মধ্যে দাসো জলের কলসি স্কন্ধে—"হাঁগো সে জানে সব মথুরা" গান করিতেছে। উক্ত অট্টালিকায় বাবুসাহেব বাস করেন। তাঁহার আদিম নাম কি তাহা সকলে অবগত নহে কিন্তু তিনি বহুকাল ফিরিঙ্গি, ট্যাশ ও মেটেকো-

সের সহিত সহবাস করাতে তাঁহার চালচুল তাহাদিগের ন্যায়—ইংরাজি রকমে আহার করেন—ইংরাজি রকমে পোশাক পরেন—ইংরাজি রকমে কথা কহেন—ইংরাজি রকম চাল চলেন। নির্জ্জন হইলে হয়তো মেজের উপর দুই পা তুলিয়া ভাবেন—হয়তো দুপা ফাক করিয়া দাঁড়াইয়া শিস দেন ও স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি এমনি বিদ্বেষ—স্বদেশীয় আচার ও ব্যবহারে এমনি বিরক্ত যে কেহ এতদ্দেশীয় কাহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি অমনি বলিয়া উঠেন "ড্যাম বেঙ্গালী —ড্যাম বেঙ্গালী"। বাবু সাহেবের নিকট অনেকেই আইসে কিন্তু কাহার সহিত মিল হয় না কেবল গ্রামস্থ এক জন জেঁকো বাবু নামে বিখ্যাত তাঁহারই সহিত বন্ধুতা ছিল। জেঁকো বাবু বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া কেবল অবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মবিদ্যায় কিছুই মনোনিবেশ করেন নাই, কেবল পদার্থবিদ্যা, অর্থাৎ বাহ্য বিদ্যা, খগোল, ভূগোল, অঙ্ক, বীজগণিত পুরাবৃত্ত, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি বিদ্যায় কিছু কিছু ঠোকর মারিয়া সর্ব্বদাই জনসমাজে আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন। যাহারা আত্মবিদ্যা অবহেলা করে ও কেবল বাহ্য বিদ্যানুশীলনে কাল যাপন করে তাহাদিগের ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল জ্ঞান অল্প। তাহারা সারজ্ঞান, অর্থাৎ বিদ্যা ত্যাগ করিয়া অসার অর্থাৎ অবিদ্যা জ্ঞানে জ্ঞানী হয়। বাবুসাহেব ও জেঁকো বাবু বাহ্য আড়ম্বরীয় বিদ্যার চর্চ্চায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। আত্মবিদ্যার আলোক তাঁহাদিগের আত্মাতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করে নাই, এজন্য তাঁহারা এক প্রকার নাস্তিক ছিলেন। আত্মার অমরত্ব প্রস্তাবিত হইলে, কৌতুক করিয়া বলিতেন—

যাহা অপ্রমাণ্য তাহা অগ্রাহ্য—আত্মা প্রদীপের ন্যায়, প্রদীপ তৈল থাকিলে ও বাতাস না পাইলেই জলে ও নির্ব্বাণ হইলে আলোক আর প্রকাশ হয় না, তবে যে কেহ২ কহেন অমুকের আত্মা দৃষ্ট হইয়াছে, সে শাব্দিক ও মস্তিষ্কের দোষ ঘটিত। যদি আত্মার অবিনাশত্ব সংস্থাপিত না হয়, তবে আর পরলোক কোথায়? কেহ বলেন চন্দ্রলোকে, কেহ বলেন ছায়াপথে, কেহ বলেন ইহা অনেক শ্রেণিতে বিভক্ত, যেমন আত্মা প্রেমে ও জ্ঞানে উন্নত, তেমনি ঊর্দ্ধগামী—এ সব বাক্যমাত্র—প্রমাণ কোথায়? যাহারা পদার্থবিদ্যা ভাল করিয়া না শিখে, ও কি প্রণালীতে সত্য শিক্ষা করিতে হয়, তাহা না অভ্যাস করে, তাহারা ভ্রমের অন্ধকূপে সর্ব্বদা পতিত। বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির এ সমস্ত গড্ডলিকা প্রবাহের অদ্ভুত অনুরাগযুক্ত ভ্রম শূক্ষ্মজ্ঞান আলোক দ্বারা নিবারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহা হইতেছে না, এই কারণে গ্রামটা একেবারে ছারখার হইয়া গেল। গলা টিপ্লে দুধ-বেরোয় এমন সব ছোঁড়া আসল লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া হয়তো বাইবেল নয়তো ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়িতেছে, আবার গির্জ্জার অথবা সমাজ মন্দিরে গিয়া চোক বুজাইয়া উপাসনা করে ও কি ঘরে, কি বাহিরে ধর্ম্ম লইয়া ঝকড়া করিয়া বেড়ায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে? নাড়ি ২ পুস্তক লেখা হইতেছে, কিন্তু কেবল কার্য্য ও কারণের উপর নির্ভর। মিথ্যা ঢেঁকির কচ্‌কচি করা কি উপকার!

পিজ্‌লা গ্রামে অন্বেষণচন্দ্র উপনীত। একে বসন্তকাল তাহাতে পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ। বনে উপবনে অসংখ্য বৃক্ষ ও

লতা, মুকুলে, পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ, শশাঙ্কের আভায় পল্ল-
বাদির মরকত শোভা বর্দ্ধিত—মলয়ার চুম্বনে মুকুল ও পুষ্পের
নানা আমোদীয় গন্ধ একত্রিত ও বিস্তৃত—দেবালয় সকল আ-
লোকে প্রজ্বলিত—ধূপ ধুনার গন্ধে ব্যাপিত—শঙ্খ, ঘন্টা, মৃদঙ্গ
করতাল, তুরি, ভেরীর ধ্বনিতে অর্চ্চিত ও মধ্যে মধ্যে এক এক
শিবালয় হইতে "হর পঞ্চানন পিনাক পানে হে" সংগীত
হইতেছে। সময়, স্থান ও অবস্থায় আত্মার গভীর ভাব উদ্দীপন
করে। অন্বেষণচন্দ্র সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ
দূরে যাইয়া এক অপূর্ব্ব ব্রাহ্ম সমাজ দেখিলেন। ব্রাহ্মরা ভক্তি-
পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতেছেন। আচার্য্য উপ-
দেশ দিতেছেন—প্রস্তাব আত্মার অমরত্ব। শাস্ত্রীয়, সম্ভাব্য ও
উপমেয় প্রমাণে যত দূর পাওয়া যায় ততদূর ব্যক্ত হইল, অব-
শেষে আত্মার অবিনাশত্ব বিশ্বাস না করিলে কি অসুখ ও ভয়া-
নক তাহাও বর্ণিত হইল। শ্রোতাদিগের বদনাভাসে বোধ
হইল যে সকল উপদেশ তাহাদিগের দ্বারা গৃহীত হয় নাই
ও অনেকেরই নয়ন ভঙ্গি দ্বারা বুঝা গেল যে ঐ উপদেশ
অতি দীর্ঘ হইয়াছে। উপাসনা সমাপ্ত হইলে অন্বেষণচন্দ্র
দুই এক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন ব্রাহ্ম সমাজ?
তাঁহারা বলিলেন এ প্রাচীন সমাজ একটু আগে গেলে
উন্নত সমাজ দেখিতে পাইবেন। কিছু দূর যাইবা মাত্রেই রক্ত
পতাকা উড্ডীয়মান—বাদ্যের গগনভেদী ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন
লহরী যেন এক২ তরঙ্গের ন্যায় কর্ণকুহরে প্রবেশ করত
হৃদয়কে নৃত্য করাইতেছে। নয়ন নিমীলিত, পট্টবস্ত্র-পরিহিত,
চর্ম্মপাদুকা-রহিত ব্রাহ্মরা সমাজ মন্দিরে উপনীত হইয়া

উপাসনা করিতে বসিলেন। প্রথমে অনুতাপের উপাসনা হইল, পরে আচার্য্য মহাত্মা ব্যক্তিদিগের ঐশ্বরীক শক্তি বর্ণন করিলেন। মহাত্মা চৈতন্য, নানক ও ক্রাইষ্ট—কিন্তু সকল অপেক্ষা ক্রাইষ্টের অসীম প্রেম ও অনুপমেয় গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। সভা ভঙ্গ হইলে অন্বেষণচন্দ্র যাইতেছেন। কোথায় অবস্থিতি করিবেন এই ভাবিতেছেন এমত সময়ে বৈষ্ণবদাস বাওয়াজী নামে একজন ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার সহিত আলাপ করত আপন নিকেতনে আসিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করাতে তিনি সম্মত হইয়া তথায় যাইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

৫।—বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাটী ও আত্ম বিষয়ে তাহার উপদেশ।

বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাটী বড় প্রশস্ত নহে। বাহিরে একটি দালান, পার্শ্বে দুইটি ঘর ও উঠানের উপর একটি পর্ণ আচ্ছাদিত গোশালা। প্রাতে উঠিয়া স্নান আহ্নিক সমাপনানন্তর শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করাইতেছেন। কেহ শ্রীমদ্ভাগবত, কেহ গীতা, কেহ কুসমাঞ্জলী, কেহ শঙ্করভাষ্য পাঠ করিতেছেন। অন্বেষণচন্দ্র নিকটে যাইয়া বসিয়া বলিলেন—মহাশয়! আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি। আত্মবিদ্যা বিষয়ক আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাঁহা কিঞ্চিৎ বলিতে আজ্ঞা হউক। আমার এ বিষয়ে অধিক পিপাসা।

বৈষ্ণবদাস বলিলেন এ প্রকার প্রশ্ন প্রায় শোনা যায় না। আমি যাহা জানি তাহা অবশ্যই বলিব, কিন্তু আমি চিনির বলদের ন্যায়। যাহা জানি তাহা অধ্যয়ন দ্বারা জানি—বিতণ্ডা করিতে পারি—কার্য্য অথবা অভ্যাসের দ্বারা জানি না। সে উপদেশ যোগী অথবা মুক্ত ব্যক্তিরা দিতে পারেন। সাধারণ সন্দেহ এই আত্মা শরীরের সহিত বিলীন হয়, এটি ভ্রম। গীতা আপনি অবশ্যই দেখিয়াছেন? শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসের শেষ গ্রন্থ, বড় কঠিন ও জ্ঞানের খনি। প্রস্তাব সংক্রান্ত ঐ পুস্তকেতে যে শাসন আছে তাহার সারাংশ বলিতেছি।

'জীবের উপাধি লিঙ্গ দেহ এবং আত্মার অনুবর্ত্তি স্থূল ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন, এই স্থূল দেহ এই দুইয়ের যে নিরোধ অর্থাৎ কার্য্যে অযোগ্যতা হওয়া তাহাই জীবের মরণ'। ৩ স্কং।

'এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, যে হেতু ইনি এক শুদ্ধ জ্যোতিঃ-স্বরূপ, নির্গুণ, কারণভূত, গুণের আধার, সর্ব্বগত ও সর্ব্বত্র অনাবৃত এবং সাক্ষিস্বরূপ, দেহ এরূপ নহে। এই প্রকারে দেহস্থিত আত্মাকে যে পুরুষ জানিতে পারে, তিনি দেহধারী হইলেও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন না'। ৪ স্কং।

অপিচ—'আত্মা অবিনাশী, অপক্ষয় শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাত্মা, সর্ব্বাশ্রয়, বিকারবর্জ্জিত, আত্ম জ্যোতি, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনাবৃত্ত'। ৭ স্কং।

'যেমন কালেতে চন্দ্রের কলা সকলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় স্বরূপত তাহা চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ সৃষ্টি অবধি মরণ পর্য্যন্ত ভাব বিকার সকল দেহেরই জানিবে আত্মার নহে'। ১১ স্কং।

'সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে ঐ গুণত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ জানেন তিনি হর্ষাদির দ্বারা কথন বদ্ধ হন না'। ৬ স্কং।

'ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম সকলের সৃষ্টি করে, আত্মা করেন না, সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, আত্মা নহেন, জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কর্ম্মফল ভোগ করেন, নিরুপাধিক আত্মা ভোগ করেন না। যত দিন গুণ বৈষম্য থাকে, তত দিন আত্মার নানাত্ব হয়, যত দিন আত্মার নানাত্ব থাকে, তত দিন তাঁহার পরাধীনত্ব হয়, যত দিন পরাধীনত্ব থাকে, তত দিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়'। ১১ স্কং।

'সত্ত্ব গুণের উদয়ের নাম স্বর্গ ও তমোগুণের উদ্রেকের নাম নরক'। ১১ স্কং।

'শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম এবং মৃত্যু এ সমুদায় অহঙ্কারের জানিবে, আত্মার নহে'। ১১ স্কং।

এই উপদেশ পাইয়া অন্বেষণচন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

৬।—অন্বেষণচন্দ্রের আত্ম বিষয়ক চিন্তন ও নূতন ভাবের উদ্রেক ও মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। রবির প্রখর উত্তাপ। মাঠে গোপালেরা গরু চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো সকল তৃষ্ণাতে আতুর। গোপাল লাঙ্গুল মুচড়াইয়া

লাঙ্গল চালাইতেছে। আপন লাভ জন্য পশুদিগের প্রতি মনুষ্য সর্ব্বদা দয়াহীন হইয়া থাকে। মাঠে ছায়া নাই, স্থানে স্থানে এক একটি বন্য বৃক্ষ। একদিকে একজন মেষপালক কতকগুলি মেষ লইয়া যাইতেছে। একদিকে মহিষের পাল বেগে চলিয়াছে। নিকটস্থ দুই একটা ভগ্ন বৃক্ষ হইতে কীট অথবা শস্য অন্বেষনার্থে পক্ষিরা এক এক বার চুকবু চুকবু করিয়া ডাকিতেছে ও রাখাল বিশ্রাম জন্য মেঠো সুরে গান গাইতেছে। মাঠের উত্তরে একটি সরোবর—পার্শ্বে বকুল ও কদম্ব বৃক্ষ তাহার ছায়ায় বসিয়া অন্বেষণচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন।

স্বগণ, বন্ধু বান্ধব অনেকেই লোকান্তর গিয়াছেন, কিন্তু লোকান্তর কোথায়? মৃত্যুর পরে কি অবস্থা হয়? এ উপ-দেশ না সক্রেটিস, না প্লেটো, না ক্রাইষ্ট, না পাল, না ব্যাস, না উপনিষদ কিছুই দিতে পারেন। পাল বলেন রক্তমাংস যুক্ত শরীর গেলে আধ্যাত্মিক শরীর হয়। হিন্দু শাস্ত্রের প্রেরণা এই যে স্থূল শরীর বিগত হইলে লিঙ্গ শরীর হয়, কিন্ত ইহা কি প্রকারে নির্ণিত হইবে? সহমরণ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আত্মা যে স্বতন্ত্র তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান, কারণ ঐ রমণির শারীরিক ভাব কিছুই দৃষ্ট হইল না। অনেক অনেক যোগিরও এই ভাব দেখা যায়। তাহাদিগের শরীরে অস্ত্রাঘাত হইলেও ক্লেশ কিছু মাত্র প্রকাশ হয় না। মেস্‌মেরিজম এবং ক্লোরফরমদ্বারাতে শরীর মৃতবৎ হয়, অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র বেদনা হয় না ও ঐ অবস্থায় আত্মা পরিষ্কার হইয়া নানা প্রকার অদ্ভুত কথা ব্যক্ত করে।

বৈষ্ণব দাসের নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতেও গূঢ় ভাব। আত্মার অদ্ভুত শক্তি! যদি আত্মাকে জানা যায় তবে জীবনের সাফল্য—তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেদীপ্যমান—তবে পরকালে কি হইবে তাহাও জানা যায় ও ইহ কালে কি কর্ত্তব্য তাহাও প্রাণপনে সাধন করা যায়, কিন্তু এ দৃঢ় ব্রত ঈশ্বরকে বিশেষরূপে চিন্তা না করিলে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। উপাসনা নানা প্রকার করিয়াছি, বাক্য দ্বারা উপাসনাতে অত্যল্প ফল। আত্মার দ্বারা উপাসনা-তেই বিশেষ ফল, কিন্তু এরূপ উপাসনা বড় কঠিন। যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি, সে কেবল বক্তৃতাস্বরূপ। আত্মা বাহ্য বিষয়ে সংলগ্ন, উপাসনাতে বাহ্য ভাব আইসে। বাহ্য অতীত না হইলে আত্মার প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে না। যাহা যাহা নানা স্থানেতে হইতেছে তাহাতে অবশ্য কিছু না কিছু ফল হইবে। যে সম্প্রদাই হউক কেহই নিন্দনীয় নহে। আপাততঃ অথবা কালেতে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই হইবে, কিন্তু কি গৌণকল্প ও কি মুখ্য কল্প তাহা ধার্য্য করা অত্যাবশ্যক। এক ঈশ্বরকে উপাসনা করা এ দেশের সনাতন ধর্ম্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় এ দেশে এই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য অসীম পরিশ্রম করিয়া ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য তদ্বিষয়ে আপন মত ব্যক্ত করেন,—"ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পর-মেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতে কদাপি ভয় রাখিবেন না" *। পরলোক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অল্প। চতুর্দ্দশ

* বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

ব্যাখ্যানের শেষে বলেন—"পরলোক নাই এরূপ নিশ্চয় হইলে লোক নির্ব্বাহের উচ্ছৃনতা হইবেক"। 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন, তাঁহারা অসীম আয়াস ও ঈশ্বর পরায়ণত্ব দ্বারা দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উপাসনা, উপদেশ ও সংগীতের দ্বারা আত্মদর্শিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না। তাঁহাদিগের আপন আপন আত্মা অবশ্যই উন্নত, কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভয় অথবা আশার অধীন হইয়া আত্মার পার্থিব ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নানা প্রকার স্বর্গ ও নরক সংস্থাপন করিতেছেন। এ ভাব প্রাথমিক ভাব বটে, পরে বিলীন হইবে, কিন্তু ঈশ্বর ভাবাতীত—ভাবাতীত না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। হে জগদীশ্বর! ভবভাব হইতে পরিত্রাণ কর।

এরূপ চিন্তা করাতে অন্বেষণচন্দ্রের আত্মা হঠাৎ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মানব কার্য্য সকল যেন ঐশ্বরিক নিয়মের অন্তর্গত দেখিতে লাগিলেন, যাহা হইতেছে তাহাতেই মঙ্গল, কিয়ৎকাল পরে পাপ পুণ্যও সমজ্ঞান বোধ হইল। দুইই আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থা—দুইই অস্থায়ী—দুইই আত্মা পরিচালনকারী। নয়নে হস্ত দিয়া চমকিয়া উঠিয়া মনে করিলেন—একি খেয়াল দেখছি না কি? যদি এরূপ সংস্কার হয় তবে ভয়ানক প্রবৃত্তি হইতে পারে। বোধ করি স্নান করিলে মস্তিষ্ক শান্ত হইবে।

স্নানান্তর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আত্মা বাহ্য বিষয়ে পরিপূরিত—ঈশ্বরে সমাহিত হইল না। বহু চেষ্টায়

এক এক বার স্থির হয় ও অবিলম্বেই সতন্ত্র না থাকিয়া অন্য ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়ে—ইহাতে মনে নৈরাশ উপস্থিত হইতে লাগিল, এ কার্য্য অসাধ্য—বুঝি আমার কপালে নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, কপীল, ও জড়ভরত্ত মহাত্মারা একমনা ছিলেন—কি প্রকারে তাঁহাদিগের অনুকরণ করি? এইরূপ চিন্তায় মগ্ন—আত্মায় হতাশার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ইতি মধ্যে. তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সস্নেহ বাণী শ্রুত হইল। লোমাঞ্চিত হইয়া এই কথা শুনিলেন,—

"অনু! হতাশ হইও না—তোমার ব্রত অসামান্য—বহু আয়াসে সিদ্ধ হইবেক—ক্ষান্ত হইওনা—অহরহ প্রার্থনা কর।"

অন্বেষণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিতার জন্য শোক উপস্থিত হইলে পিতার গুণ সকল হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতে লাগিল। শোক হউক, দুঃখ হউক, হর্ষ হউক, সকলই অস্থায়ী। শোক শীঘ্র বিগত হইলে আত্মার প্রকৃত অবস্থা উদ্দীপন হইল ও ঐ অবস্থায় আরূঢ় হইয়া নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

৭।—ভদ্রপুরে ভবানী বাবুর বাটীতে পতিভাবিনির আগমন এবং তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন।

ভদ্রপুরের ভবানী বাবুর অন্তঃপুর কমনীয়। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধু সর্ব্বদা সৎ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত, সদালাপ, সৎ চর্চ্চা, সদনুশীলন, সৎ কর্ম্মই তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য।

মধ্যাহ্ন ভোজনানন্তর সকলে একত্রে বসিয়া আছেন। কোন না কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন, এমত সময়ে একটী যুবতী স্ত্রী—মলীন বসনা ও দুঃখ-অঞ্জন-নয়নী আস্তেহ আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাটীর গেহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে গা—কি নিমিত্তে এখানে আগমন? ঐ রমণী শীঘ্র উত্তর না দিতে পারিয়া কহিল—মা! আমার অনেক কথা—একটু বসিতে দিলে বলিতে পারি। গেহিনী তাহার মুখঃজ্যোতি দেখিয়া হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। ঐ মহিলা এই উৎসাহ পাইয়া কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া আপন উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখ মা! আমি ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতার প্রচুর বিষয় ছিল। আমাকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিশেষরূপে দিয়াছিলেন। যখন আমার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম তখন এক সুপাত্রকে আমায় দান করেন। স্বামী পরম ধার্ম্মিক। যদিও তাঁহার পিতা বিষয়াপন্ন ছিলেন, কিন্তু পতির সাধু চরিত্র বিশেষ বৈভব জ্ঞান করিতাম ও হৃদয়ের স্নেহ ও প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছিলাম। নাথ সর্ব্বদা কহিতেন তুমি আমাকে বড় ভাল বাস তাহা আমি ভাল জানি, কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের প্রেমের পক্কতা জন্য উভয়ের আত্মা ঈশ্বরতে অর্পণ করিতে হইবেক। স্ত্রী ও পুরুষ এ কেবল পার্থিব সম্বন্ধ—এসম্বন্ধীয় প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের তাৎপর্য্য এই যে ইহার দ্বারা পরস্পরের আত্মা উন্নত হইবে। যদি এ অভিপ্রায় সম্পান্ন না হয় তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম পশুবৎ

হইয়া পড়ে। ভর্ত্তার এই হিত-জনক কথা পুনঃপুন ধ্যান করিয়া মনে করিতাম যে তিনি আমার নেতা—আমার সন্তাপহারক। এক২ বার প্রেমে ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতাম ও যখন নয়নবারি ধারণ না করিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্ম অভিষেক করিতাম, তিনি অমনি উঠিয়া মুদিত নয়নে ও করজোড়ে বলিতেন তোমার যে প্রেম ও ভক্তি ইহা তোমার আত্মার দ্বার খুলিয়া তোমাকে মুক্তি প্রদান করুক। অনেক স্বামী আপন সুখজন্য স্ত্রীকে স্বার্থ ভাবে দেখেন আর হিন্দু শাস্ত্রে লেখে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িত হইলেও স্বামিকে কোন ক্রমেই অবজ্ঞা করিবে না ও কেবল স্বামির সুখজন্য স্ত্রী জীবন ধারণ করিবে। যদিও এরূপ অভ্যাসে স্ত্রী নিষ্ফলা হয়না ও স্বার্থ-রাহিত্য ধর্ম্ম যে প্রকারই হউক আত্মাকে উন্নত করে, তথাপি আমার স্বামী এক দণ্ডও আপন সুখের অথবা আপন প্রভুত্ব তৃপ্তিজন্য আমাকে হৃদয়ে ধারণ করেন নাই। স্বামীর অনুপম প্রকৃতি দেখিয়া আমার কিছু মাত্র কামনা ছিল না—কেবল তাঁহার সহিত বসিয়া আধ্যাত্মিক আলাপ, ও তাঁহার সৎ স্বভাবের অনুকরণ করিতাম। কাল ক্রমে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ি সকলেই লোকান্তর গেলেন। জ্ঞাতি বিরোধ বিজাতীয় হইয়া উঠিল—ভর্ত্তা কলহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিষয় আশয় রক্ষা করিতে অক্ষম হইলেন। অনেক জাল, মিথ্যাসাক্ষি ও উৎকোচের বলে তিনি বিষয়চ্যুত হইলেন। দরিদ্রতায় আত্মার পরীক্ষা—তিনি এক এক বার উন্মনা হইতেন বটে, কিন্তু প্রায়

সর্ব্বদাই শান্ত থাকিতেন। যেখানে ভত্তাগন ছিল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটি কুটীর ভাড়া করিয়া থাকিলাম। আমার এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল—অর্থাভাবে তাহা-দিগের লালন পালন করা অতিশয় কঠিন বোধ হইতে লাগিল। যে পল্লীতে থাকিতাম সে দরিদ্রের পল্লী, ভিক্ষাও সব দিন পাওয়া যাইত না, কিন্তু আমাদিগের অভাব এক প্রকার না এক প্রকারে মোচন হইত। কোন উপায় না থাকিলে কখন কখন কোন দীনদয়াল ব্যক্তি খাদ্য কি অর্থ আমাদিগের কুটীরে আসিয়া প্রদান করিত। ঈশ্বরের রাজ্য কিরূপ নির্ব্বাহ হয় তাহা কে বুঝিবে! ভর্ত্তার গভীর ভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পূর্ব্বে ভক্তিপূর্ব্বক বাক্য দ্বারা উপাসনা করিতেন, এক্ষণে কেবল আত্মার প্রতি দৃষ্টি ও মধ্যে মধ্যে বলিতেন আমাকে ধিক! আমি অদ্যাপিও প্রকৃত উপাসক হইতে পারিলাম না। এক দিবস সন্ধ্যার পর তিনি বাহিরে গিয়াছেন ইতি মধ্যে কুটীরে অগ্নি লাগিল। আমার পুত্র ও কন্যা শয়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে কেহও রক্ষা করিতে পারিল না—তাহারা ও কুঠিরে যাহা ছিল সকলই অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইল। আমি দূরে পুষ্করিণির নিকট গিয়াছিলাম, সংবাদ পাইয়া বেগে আসিয়া দেখি-লাম যে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শোকে নিমগ্ন হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম—যাহাদিগকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলাম ও যাহাদিগের মুখাবলোকনে হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইত—তাহাদিগেরই দগ্ধ দেহের সংকার করিতে হইল। পতির জন্য অনেক তত্ত্ব করিলাম—পাগলিনির

ন্যায় পল্লিতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তিনি এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন যে আমরা সকলে দগ্ধ হইয়াছি অমনি বিবেক ও বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের নিকট তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু কেহই কিছু বার্ত্তা বলিতে পারে না। হতাশ হইয়া মনে করিলাম আমার জীবনে কি প্রয়োজন? যদি পতীকে পাই তবে জীবন ধারণ করিব নতুবা অগ্নিতে অথবা জীবনে জীবন অর্পণ করিব। অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম—স্ত্রীলোক বা পুরুষ হউক আপন ধর্ম্ম রক্ষা আপনিই করে। আমি সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর ও পতী ভিন্ন কিছুই জানি না—আর কিছুতেই আমার আরাম ও সুখ নাই। যদিও যুবতী ও ভদ্রকুলোদ্ভব কন্যা ও একাকিনী ভ্রমণ করা আমার বিধেয় নহে কিন্তু আমার আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। অস্থৈর্য্য ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ও যাহা করিতেছি তাহা ব্যাকুলতা বশাৎ করিতেছি—পথশ্রান্তিতে বড় ক্লান্ত হইয়াছি এজন্য আপনার আশ্রয়ে আইলাম।

গেহিনী এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক বলিলেন, মা! তুমি ধন্য, স্ত্রীজাতিকে উজ্জ্বল করিয়াছ—ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করুণ। কিন্তু স্থির হও। স্বামির স্বভাব ভাবিয়া এমতং স্থানে তত্ত্ব কর—যথায় ধর্ম্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তিনি আপন শান্তি জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। মা! আমার স্বামির নামই অন্বেষণ ও আমার নাম পতি-

ভাবিনী। এই কথা শুনিয়া কন্যা ও পুত্রবধুরা পরস্পর নয়ন মিলন করত তাম্বুল শোভিত ওষ্ঠে একটু মৃদু হাস্য প্রকাশ করিলেন। গেহিনী তাহা গোপন জন্য বলিলেন, মা! তোমার নাম তোমার প্রকৃতি অনুসারে রাখা হইয়াছিল। অদ্য এখানে স্নান ভোজন কর, কল্য ইচ্ছা হয় গমন করিও। কিন্তু কিছু দিবস অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে থাকিলে আমরা তোমার সহবাসে উন্নত হইব।

রমণী বলিলেন—মা! এসব আপনার গুণে বল—আমি অভাগিনী—কাঙ্গালিনী—শোকেতে দুঃখতে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। গেহিনী বলিলেন—অতিশয় অস্থিরতা স্থৈর্য্যের পূর্ব্ব লক্ষণ। ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে শান্ত কর—তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

৮।—ঠেঁকো বাবুর বাটীতে বাবু সাহেবের গমন ও তাঁহার পত্নির সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন।

ঠেঁকো বাবুর বাটীর দালানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে—অরে দই নিয়েআয়রে—সন্দেশ নিয়েআয় রে'' এই শব্দ হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর ভোজন করিয়াছেন ও সরায় প্রচুর তুলিয়াছেন, এক্ষণে দই ও সন্দেশ মাখিয়া খাইবার হাপুস্ হুপুস্ শব্দে বাটী কম্পবান্ হইতেছে। ঠেঁকো বাবুর পত্নী সরলা ব্রত উদ্যাপন করণানন্তর উপবাসী রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে আহার করিবেন ইত্যবসরে ঠেঁকোবাবু

ও বাবুসাহেব মস্ মস্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত—ব্রাহ্মণ দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি বলিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন। জেঁকো বাবুর সর্ব্ব-বিষয়ে জাঁক—বিদ্যা বিষয়ে জাঁক—বংশ বিষয়ে জাঁক—ধন বিষয়ে জাঁক—মান বিষয়ে জাঁক। সম্প্রতি বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন দেখিয়া বাবু সাহেবকে বলিলেন—দেখ বন্ধু! এসব কিছুই মানিনা কিন্তু মান রক্ষার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বাবু সাহেব বলিলেন তা বটে কিন্তু বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য হইতেছে—ইংরাজেরা এমন রকমে চলে না আর এক্ষণেও যদি তোমার স্ত্রী ব্রত নিয়ম হইতে ক্ষান্ত না হয়েন তবে আর তোমা হইতে কি হইল? জেঁকো বাবু কৃপণ—যে প্রকারে ব্যয় অল্প হয় তাহাতেই তুষ্ট কিন্তু বাহ্য আড়ম্বর রাখা প্রয়োজনীয় এ জন্য বলিলেন—ভাই আমি অনেক বুঝাইয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই—তুমি কিছু বুঝাও। বাবু সাহেব বলিলেন আমি প্রস্তুত আছি। সরলা আহার করিয়া তাম্বুল খাইতে ছিলেন। স্বামির নিকট হইতে সংবাদ গেলে বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ ঘরের চিকের আড়ালে দাঁড়াইলেন। জেঁকো বাবু বলিলেন বন্ধু তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন—মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া উত্তর দেও।

সরলা বলিলেন—আমরা অবলা জাতি—আপনাদিগের ন্যায় শিক্ষিত নই—উপদেশ পাইলে অবশ্যই উপকৃত হইব।

বাবু সাহেব যিনি বঙ্গভাষায় বড় পটু নহেন ও ইংরাজি

উচ্চারণ কথায় মিশাইয়া যায়—বলিতেছেন ভাল আপনারা এসব কাজ কেন করেন? ইংরাজদিগের বিবিরা কেমন দেখ দেখি—তাহাদিগের ন্যায় কেন হওনা?

সরলা। আমরা কি বিষয়ে তাহাদিগের ন্যায় হইব? তাহারা খ্রীষ্টিয়ান—আপন ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করে। আমরা হিন্দু—হিন্দু ধর্ম্মানুসারে চলি। ব্রত নিয়মাদি যাহা করি তাহা পারলৌকিক মঙ্গলার্থে করি ও এ সব করণে আত্মার আরাম পাই। কেবল শরীর সেবা ও বাহ্য সুখ ভোগ পশুবৎ কিন্তু আপনারা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল কিছুই মানেন না। আমরা স্ত্রী জাতি এই সবেতেই অধিক মনো-যোগ। যে প্রকারেই হউক অন্তরের শ্রেষ্ঠতা সাধনা করিতে চাহি। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পূজা, দান ধ্যান ইত্যাদি সদভ্যাসের হেতুমাত্র—এ সকল কেন পরিত্যাগ করিব? সকলে-রই স্বর্গ লক্ষ্য। সে লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কেন না হইবে? তবে যদি বল এ সব পৌত্তলিক—ব্রাহ্মিকারা এ সব করেন না, তাহারা যাহা করেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যাহাতে আত্মার সংযম হয় তাহাই হউক।

বাবুসাহেব। কিন্তু ইংরাজের বিবিরাও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে ও তাঁহারা আহার ব্যবহার, রীতি নীতিতে সম্পূর্ণ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরলা। সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা বুঝি না। তাহা-দিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ—আমাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ কিন্তু আহার ও পরিচ্ছদতেই সুশীলতা ও উচ্চতা হয় না। যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি ও

শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে যদিও এতদ্দেশীয় অঙ্গনা-গণ পৌত্তলিক তাহারা পৌত্তলিক হইয়াও অধিক আধ্যাত্মিক —যাহারা বেশ্যা তাহারাও ঈশ্বর ও পরকাল ভাবে ও আত্মোন্নতি সাধন করে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা-বতী ও গুণবতী হইতে পারেন ও তাহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব না থাকিতে পারে কিন্তু বাহ্য বিষয়ে তাহাদিগের অধিক মন। এক২ জন ইংরাজি বিবি অতি প্রসং-শীয়—সকল পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জগতের মঙ্গল জন্য সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দিগেরও আধ্যাত্মিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। কোন দেশের স্ত্রীলোক পতির আত্মার সহিত সংমিলন জন্য সহমরণ যায়? কোন দেশের স্ত্রীলোক পতী বিয়োগ জন্য ইন্দ্রিয় সুখ বিবর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যা অনুষ্ঠান করে? আধ্যাত্মিক নীতি বিশেষ দেশ ও জাতিতে বদ্ধ নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক অভ্যাসেই লব্ধ হইয়া থাকে। তবে দুঃখের বিষয় এই এ দেশের সুশিক্ষিত বাবুরা হিন্দু মহিলা-গণকে অতিশয় জঘন্যরূপে বর্ণন করেন। ইহারা অধিক বিদ্যাবতী না হইতে পারেন কিন্তু ধর্ম্মভাবে অশ্রেষ্ঠ নহেন।

আর একটি কথা যে গৃহ রুদ্ধ থাকাতে ইহারা কিছুই জানিতে পারে না, ইটিও ভ্রম। হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকেরা গৃহে রুদ্ধ নহে। তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্থানে গমন করেন এবং পূর্ব্বকালে তীর্থে, সভায়, মৃগয়ার বনে ও নাট্য শালায় গমন করিতেন। যদিও হিন্দু মহিলাগণ অন্তঃপুরে থাকেন তথাচ এক প্রকার না এক প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা রত ও কি

পৌত্তলিক কি অপৌত্তলিক সাধনা যাহাই করেন তাহাতেই তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতি অবশ্যই হইয়া থাকে। যাহার ঈশ্বর উদ্দেশ্য তাহার কার্য্য ঈশ্বরের ভাব অবশ্যই ধারণ করিবে।

জেঁকো বাবু। আমিতো এসব শিক্ষা করাইনে—কেমন করে জানলে ?

সরলা। এসব পিতা কর্ত্তৃক, ঘটনা কর্ত্তৃক ও আত্মজ্ঞান সাধনে সংগ্রহ করিয়াছি। আপনকার নিকট হইতে কেবল পদার্থ বিদ্যার অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছি। যদিও ঐ সকল সত্য নাস্তিক ভাবে প্রদত্ত কিন্তু আস্তিক ভাবে গৃহীত ও ঐ সকল উপদেশ জন্য আমি সাতিশয় উপকৃত। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আত্ম-প্রসাদ আপনাদিগের আত্মাতে প্রেরিত হউক যদ্দ্বারা আপনাদিগের আত্মা অপার্থিক ভাবে পূর্ণ হইতে পারে।

বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবু নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। সরলা বিদায় লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

৯।—অন্বেষণচন্দ্রের আত্ম চিন্তা, স্ত্রীকে স্মরণ ও পুনরায় মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

এখন সামলাতে পারি না—এখন মন ধড়্ ফড়্ করছে—একটু অন্তর শীতলতা যাহা হইয়াছিল তাহা বিগত। পিতার পবিত্র বাণী শ্রবণ করিলাম তচ্ছ্রবণে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ। যদি এ বাণী সত্য হয় তবে তো আত্মার

অবিনাশিত্ব অকাট্য। পিতাকে স্মরণ করাতে আপন পত্নী ও পুত্র কন্যা স্মরণ হইতে লাগিল। দেহ ধারণ করিলে শোকাতীত হওয়া বড় কঠিন। নানা প্রকার প্রবোধ চিন্তিত হইল কিন্তু যখনই আত্মা পার্থিব ভাবের অধীন হয় তখনই নয়ন দিয়া শ্রাবণের ধারা বহে—বিশেষতঃ স্ত্রীর অনুপমেয় গুণ সকল হৃদয়ে জাগ্রত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি মুহ্যমান হইয়া বৃক্ষের গুঁড়ির উপর ঠেসান দিয়া থাকিলেন। কিছুই আহার হয় নাই—দিনমণি অস্তমিত হইতেছে—আকাশের পশ্চিম পার্শ্ব অপূর্ব্ব শোভাতে বিচিত্রিত—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে—যেমন আশা অধিক হইলে নৈরাশ তেমনি পরিশ্রম অধিক হইলে বিশ্রাম। নিদ্রার আগমন হইল কিন্তু হইবা মাত্রেই যেন কেহ তাঁহাকে উঠাইয়া দিল—নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন—পিতার আলোকময় শান্ত বদন সম্মুখে—দুই চক্ষু প্রেমে গদগদ—পুত্রের দুই চক্ষু উপরি স্থিত। অম্বেষণ এই দৃশ্য দেখিয়া প্রেমে পূর্ণ হইলেন। পরে তাঁহার ভক্তি ভাব হইল—পরে শোক উপস্থিত হইল—পরে ভীত হইলেন তখন ঐ আলোকময় বদন অদৃষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া অম্বেষণ বিচার করিতে লাগিলেন—বহু চিন্তা করিলে মস্তিষ্কের দোষ জন্মে—যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। এই কি লিঙ্গ শরীর? যদি ইনি আমার পিতা হয়েন তবে অনুমান করি স্ত্রীকে অবশ্যই দেখিব কারণ তাহার বিমল ভাব আমার আত্মাতে অহরহ প্রেরিত হইত। "যাঁহাকে চিন্তা করিতেছ তিনি জীবিত আছেন"—এই ধ্বনি তাঁহার

কর্ণ গোচর হইল। তিনি ইহা শ্রবণ মাত্রেই শিহরিয়া উঠিলেন ও নয়ন মুদিত করিয়া আত্মার আত্মার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনেক কাল পরে মনে হইল যদি পত্নী জীবিত—তবে কোথায়? নিশ্চয় শুনিয়াছিলাম যে পুত্র ও কন্যার সহিত দগ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয় যেখানে থাকিতাম সেখানে নাই। যাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাই হইবে। ব্যাকুল হইলে কেবল চাঞ্চল্যের বৃদ্ধি।

১৫।—লালবুঝ্‌কড়, ঝেঁকোবাবু ও বাবুসাহেবের মাঠেভ্রমণ—সেখানে অন্বেষণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও আত্ম বিষয়ক কথোপকথন।

বৈকালে মাঠেতে লালবুঝ্‌কড় বেড়াইতেছেন। গ্রামের বেলেল্লা ছোঁড়ারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। কেহ বলিতেছে—ও গো মহাশয় তুমি না কি ভুত নাবাতে পার? কেহ বলিতেছে আমার হাতটা দেখে বল্‌তে পার আমি কত দিন বাচ্‌ব? কেহ বলিতেছে আমার সহিত অমুকের আড়ি—ঔষধ দিয়া মিল করিয়া দিতে পার? লালবুঝ্‌কড় এক এক বার হুম্‌কিয়া আসিতেছেন ও বলিতেছেন—ঝা, বেটারা ঝা, হামার সাতে টিট্‌কারি। বাবুসাহেব ও ঝেঁকে বাবু মস্‌ মস্‌ করিয়া চলিতেছেন ও যাবতীয় বিদ্যার আবল চাকা রকম উল্লেখ করিতেছেন। অন্বেষণচন্দ্র সম্মুখে—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—বায়ুর বিচিত্র গতি—ইনি এক জন আত্মাওয়ালা—খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান

ও ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা কিছু উচু চালে চলেন, মস্তিষ্ক ঠিক না রাখলে প্রমাদ ঘটে।

জেঁকোবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে গা?

অন্বেষণচন্দ্র। আজ্ঞা আমি ভ্রমণকারী—অতি অভাজন ও অকিঞ্চন—মহাশয়দিগের নাম শ্রুত আছি কিন্তু আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি এজন্য নিকট পৌঁছিতে পারি না।

জেঁকোবাবু। আপনি নাকি আত্ম বিদ্যা ভাল জানেন ও ভূতপ্রেত আহ্বান করিতে পারেন?

অন্বেষণ। আত্ম বিদ্যা অত্যল্প জানি ও ভূতপ্রেত কি তাহা জানি না।

জেঁকো বাবু। তবে আত্মা মানেন—পরকাল মানেন? আমরা এসব কিছুই মানি না। কই?—আত্মা যে আছে তাহা দেখাও দেখি?

অন্বেষণচন্দ্র। আজ্ঞা, আত্মা অবশ্যই মানি। যিনি আত্মা স্বতন্ত্র রূপে দেখিতে চান তাহাকে স্বয়ং যত্ন করিতে হয়। প্রমাণের কর্ম্ম নহে—আত্মময় না হইলে আত্মা দৃষ্ট হয় না।

জেঁকোবাবু। সে আত্মময় তুমি নাকি? মস্তিষ্ক ডাক্তার দ্বারা একজামিন হইয়াছে?

বাবুসাহেব। (স্বগত), "ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি"! (প্রকাশ্যে) চল, মিছে কাল হরণ কেন? এদেশের লোকেরা যাহা অদ্ভুত ও অসম্ভাবিক তাহাতেই অনুরাগী। ইহারা কেবল আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান। আপনি ঈশ্বর মানেন? আপনি কোন দলস্থ? অন্বেষণচন্দ্র শান্তভাবে তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন।

বাবুসাহেব। মুখ মেরে মানুষের মতন করা অনেক দেখেছি। জবাব দেও।

অন্বেষণ। আত্মার অস্তিত্ব সংস্থাপিত না হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হওয়া ভার। কার্য্যকারণ বিবেচনায় কতক দূর ধার্য্য হইতে পারে কিন্তু যিনি আত্মার আত্মা তাঁহাকে আত্মার দ্বারাই বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে। যদি আত্মা জানিতে চান তবে যে প্রকারেই হউক ঈশ্বর ধ্যান করুণ। সেই ধ্যানেতেই আত্মা ক্রমে বিকশিত হইয়া পরমাত্মাজ্ঞ হইবে।

লালবুঝক্কড়, হামি বি এই বাত হামেসা বলি, লেকেন এ বাবুরা বড় কাজেল। এন লোক্‌কো দোরস্ত করনা হামার কাম নেহি।"কো সুখ কো দুঃখ দেতা হ্যায় দেতা কর্ম্ম ঝকোঝোর।"

বাবুসাহেব। লালবুঝক্কড় যে কি তাহা বুঝে উঠা ভার। আজ্ আমরা অনেক উপদেশ পাইলাম কিন্তু আমরা পাপী—আগে তাপী হই আবার আর একটা কথা কি? আত্ম-প্রসাদ, আত্ম-প্রসাদ না জগন্নাথের প্রসাদ? দেখ আট্‌কে টাট্‌কে তো বাঁধতে হবে না? আমাদের টাকা নাই।

অন্বেষণচন্দ্র বিনয় পূর্ব্বক উন্মার্গগামীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্য মার্গে চলিলেন। বাবুসাহেব ও জেঁকো বাবু ড্যাম বেঙ্গালি, ড্যাম বেঙ্গালি ও ফজ্ ফজ্ বলিতে বলিতে ইংরাজি রকমে গমনে করিতে লাগিলেন। লালবুঝক্কড়ও প্রত্যাগমন করিলেন। ছোঁড়ারা পশ্চাতে হো হো করিতে আরম্ভ করিল। "ঝা বেটরা ঝা ঝা বেটারা ঝা"—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

১০।—পতিভাবিনির চিন্তা—ভ্রমণ ও অন্তর আলোক প্রাপ্ত।

আত্মার কি শক্তি! যত প্রকাশিত ততই প্রকৃত হিত সাধক। পতিভাবিনী পতিবিরহিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। যদিও রূপ, যৌবন, লাবণ্য পূর্ণ কিন্তু তাঁহার মুখাবলোকনে আপামর সাধারণের সংস্কার যে এ রমণী কোন দেবকন্যা হইবে কারণ দেব জ্যোতিতে তাঁহার বদন ভাসমান। যাহাদিগের হৃদয় মলিন তাহারাও তাঁহাকে অশুদ্ধ ভাবে দেখে না! শুদ্ধতা অশুদ্ধতাকে অবশ্যই পরাজয় করিবে। পথি মধ্যে পুরুষেরা তাঁহার প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্যে মগ্ন থাকে। স্ত্রীলোকেরা কখন কখন জিজ্ঞাসা করে ও তিনি যথাবিহিত উত্তর দেন। শরীর অনাহারে ক্ষীণা—পদতল মৃত্তিকা ও বালুকায় আচ্ছাদিত—কেশ এলো—মুখচন্দ্রিমায় ঘনমেঘের ন্যায় পতিত—ওষ্ঠ শুষ্ক, জবাফুলের বর্ণ—অন্তরের সাময়িক ভাব মুখ-দর্পণে দেদীপ্যমান। যে পল্লিতে তিনি গমন করিতেছেন, সে বেশ্যা পল্লি। একজন সালঙ্কৃতা রসোল্লাসিনী অঙ্গনা এই গান গাইতেছে—

রাগিণী সোহিনি বাহার।—তাল আড়া।

হৃদি মোর জ্বলে সদা পতী বিরহে।
সব সুখ শেষ হল কাজ কি এ দেহে॥
ধিক্ ধিক্ এ জীবন, কেন না হয় নিধন,
দারুণ যন্ত্রণা মোর আর কে সহে।

এই সংগীত শ্রবণে পতিভাবিনির বদন একটু হাস্যের

মাধুর্য্যে বর্ণান্তর হইল, ও তিনি মনে করিলেন যে বেশ্যার এ বিলাপ যদি কেবল পতী জন্য হয়, তবে এভাব প্রসংশনীয়। বেশ্যা যাহা গান করিতেছিল তাহা ভাব বর্দ্ধন জন্য নহে, কেবল চটক ও বাহ্য আমোদ জন্য সুতরাং ক্রমশ সংগীতের কপট সাধুভাব তিরোহিত হইতে লাগিল। পতিভাবিনী তাহাতে মন আর না দিয়া পতিভাবিনী হইয়া চলিলেন। রাত্রি অন্ধকার—ঝিল্লিরব হইতেছে—বনরাজী উপরি পক্ষিরা খট্‌মট্ করিয়া পাখা নাড়িতেছে—শিবা সকল হুয়া হুয়া শব্দ করিতেছে—রাখাল হুঁকা হাতে চীৎকার করিয়া গান করিতেছে—“যদি শ্যাম না আলো আজু বিপিনে তবে কি করি সজনি”। পথিকের স্রোত ভাটা পড়িয়াছে—কচিৎ এখানে ওখানে এক আদ জন লোক দেখা যায়—তিমিরের ক্রমশ বৃদ্ধি। পতিভাবিনী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইলেন না। আত্মবলের মূল বল জগদীশ্বর। বাহ্যে হতাশ হইয়া অন্তর অবলম্বনে অধিক ইচ্ছা হইল ও যখন্ বাহ্য শূন্য ও অন্তর পূর্ণ তখন আন্তরিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। পতিভাবিনী গমনে ক্লান্ত হইয়া একটি ভগ্ন প্রাচিরের পার্শ্বে বসিয়া আত্মা সমাধান করিবা মাত্রই প্রচুর অন্তর আলোক পাইলেন ও ধ্যান যোগের দ্বারা পতী কোথায়—কি করিতেছেন ও ভবিষ্যতে তাঁহার যে অসীম লাভ হইবে তাহা সমুদায় চিত্রপটের ন্যায় দেখিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রা কিছুই নাই—আত্মা শীতল—মনে হইল নাথ এই জন্য আত্মবিদ্যা এত অনুশীলন করিতেন। এক্ষণে ব্যাকুল হইব না—কোন স্থানে যাইতে হইবে ও কখন তাঁহাকে দর্শন

করিব তাহা সর্ব্বই জানিলাম। কর্ত্তব্য এই যে, কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া আত্মাকে উন্নত করি যে, পরে নাথের প্রকৃত পত্নী হইব। আমাদিগের সম্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে— আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক।

১১।—অন্বেষণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও খ্রীষ্টিয়ান, প্রাচীন ও উন্নত ব্রাহ্মের বিতণ্ডা শ্রবণ।

অন্বেষণচন্দ্র সেই সরোবরের নিকট আসীন,—আধ্যাত্মিক অভ্যাস করিতেছেন। স্থানটি নির্জ্জন তথাচ অভ্যাসে মনঃপূত হইতেছে না। আত্মাকে এক ভাবে রাখেন আবার ভাবান্তর হইয়া পড়ে। মনঃসংযম দীর্ঘকাল হওয়া কঠিন। যে পর্য্যন্ত আত্মার প্রকৃতি বিকশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নানা তরঙ্গের আবির্ভাব ও ঐ সকল তরঙ্গ বাহ্য অথবা অন্তরের কারণে উদিত। যাহা যখন উদয় হয় তাহাতেই আত্মা আকৃষ্ট ও যে তরঙ্গের দীর্ঘ ভোগ তাহারি প্রাধান্য ঐ কাল পর্য্যন্ত থাকে। সম, দম, তিতীক্ষা অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় দমন ও সহিষ্ণুতা এই তিনেরই অভ্যাস প্রয়োজনীয়, কিন্তু এক কালীন অভ্যাসিত হইতে পারে না, ও কার্য্য-ক্ষেত্রে না পড়িলে এ অভ্যাস কি রূপে হইতে পারে? যাহাই ঈশ্বর উদ্দেশ্যে করা যায় তাহাই আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু অভ্যাসের তারতম্য আছে। যদি অন্তরভেদী অভ্যাস কার্য্য বা ঘটনা দ্বারা না হয় তবে আত্মার আশু উন্নতি হয় না, এবং ঈশ্বর জ্ঞান সামান্য ও সঙ্কীর্ণরূপে সাধনা

হয়। যদি ঈশ্বর জ্ঞান বিশেষরূপে না হইল তবে জীবনই বৃথা। জগতে বাহ্য বিষয় লইয়া অনেক নীতি ও ধর্ম্ম নির্ম্মিত ও প্রচারিত হইতেছে ও তাহাতে যদিও আত্মার কিছু না কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু বিবাদ ও বিদ্বেষ প্রচুররূপে হইয়া থাকে ও হইবে। আত্মা নানাভাবে ভ্রাম্যমান। কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ, কখন তমঃ ও কখন দুয়ের অথবা তিনের মিশ্রিত ভাব ধারণ করে। কারণ উপস্থিত হইলেই ভাবের ব্যতিক্রম। এরূপ পর্য্যা-লোচনায় ব্যস্ত—কিছুই স্থির হইতেছে না, ইতিমধ্যে পুষ্করিণির নিকটে তিন জন ব্যক্তি আগমন করিলেন। একজন প্রাচীন ব্রাহ্ম, একজন উন্নত ব্রাহ্ম, একজন খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বী। তাঁহারা তর্ক বিতর্কে উত্তপ্ত হইয়াছেন—স্ব২ মত ও বিশ্বাস রক্ষা করণে ব্যস্ত।

খ্রীষ্টিয়ান বলিতেছেন—ব্রাহ্মরা যাহা করিতেছেন তাহা আমাদিগের অনুকরণ। তাহাদিগের সমাজ আমাদিগের গির্জ্জার নকল। তাহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের বাই-বেলের নকল। পূর্ব্বে তাঁহারা বেদ ঈশ্বর দত্ত বলিয়া মানিতেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যাহা প্রকাশিত তাহা উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বাইবেলের তুল্য গণ্য হইতে পারে না। বাইবেল ঈশ্বর দত্ত—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মনুষ্যের লিখিত।

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা সাবেক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ জ্ঞান করিয়া বাহুল্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম করিতেছি। আমরা অনুষ্ঠান

বিষয়ে শিথিল নহি, যাহা আমাদিগের বিশ্বাস সেই অনুযায়ী কার্য্য করি।

খ্রীষ্টিয়ান। এটি বড় ভাল বলি কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কি? আপনারা স্বর্গ, নরক, পুরস্কার ও দণ্ড মানেন, আত্মাকেও অমর বলিয়া জানেন—খ্রীষ্টের শরণাগত না হইলে কিরূপে পরিত্রাণ হইবে? প্রভু জগতের হিতার্থে আপনার জীবন অর্পণ করিয়াছেন। তিনি দয়ার সাগর—ঈশ্বরের অংশ।

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা খ্রীষ্টকে অতি উচ্চ জ্ঞান করি। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু দিবসে আমরা বিশেষ উপাসনা করিয়া থাকি।

খ্রীষ্টিয়ান। প্রভুর প্রতি যে তোমাদিগের এত ভক্তি তাহা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি তোমাদিগের প্রতি কৃপা করুণ।

প্রাচীন ব্রাহ্ম। আমরা কেবল ঈশ্বরকে ধ্যান করি ও যতদূর তাঁহাকে বুঝি ততদূর তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। আপন আপন শান্তি রক্ষা করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করিতে পারি তাহা করি কিন্তু আমাদিগের প্রধান অনুষ্ঠান উপাসনা।

উন্নত ব্রাহ্ম। তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু গোঁপ খেজুরে হয়ে থাকা কি যায়। খেজুরটি গোঁপে আছে—আছেই—কেহ না মুখের ভিতর দিলে খাওয়া হইবে না। একি ভাল? এইরূপ নানা প্রকার বিতণ্ডা করিতে করিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। অন্বেষণচন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া আত্মার শান্ত ও অশান্তভাব চিন্তনে নিমগ্ন রহিলেন।

১২।—বাবুসাহেব ও ঝেঁকোবাবুর ছোটলোকদিগের শিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন।

বাবু সাহেবের বাটীতে ঝেঁকো বাবুর আগমন। দুই জনে মেজের উপর পা দিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক গ্লাস—দুই গ্লাস হইতে হইতে বোতল সাঙ্গ হইল। বাবুসাহেব। শুনছি ইতর লোকের শিক্ষা জন্য পাদ্‌রিরা বড় গোল করিতেছে। তা হইলে চাকর বাকর পাওয়া ভার।

ঝেঁকো বাবু। ব্রাহ্মদিগের প্রচারের জন্য খ্রীষ্টিয়ান হওয়া প্রায় বন্ধ। পাদ্‌রিরা ভদ্র লোক না পাইয়া ছোট লোক দিগকে লক্ষ্য করিতেছে—তাহারা অল্প শিখিবে ও শীঘ্র ফাঁদে পড়িবে।

বাবু সাহেব। তা যা হউক—ছোট লোকদের লেখাপড়া শেখান কি উচিত?

ঝেঁকো বাবু। কি লাভ? একেই রেল হইয়া লোক জন পাওয়া ভার ও সকলের বেতন অধিক হইয়াছে, তাতে ছোট লোককে লেখা পড়া শিক্ষা দিলে তাহারা গুমরে ফেটে মরবে। দেশ উন্নতি করিতে গেলে অগ্রে উচ্চ শ্রেণী ও মধ্য শ্রেণীতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। নিম্ন শ্রেণী আপনি আপনি বিদ্যার জল সেচন পাইবে। দেখ বিলাতে এ প্রথা বড় নাই—পুরুশিয়া প্রভৃতি দেশে আছে।

বাবু সাহেব। আমারও এই মত ছিল কিন্তু দুই এক বিজ্ঞ লোকের সহিত বিবেচনা করাতে মতের ভিন্নতা হইয়াছে। আমরা যাহা বলি তাহা আপনাদিগের গরজে বলি।

বিদ্যা শিক্ষা দিলে যে ছোট লোকদিগের অবস্থা উন্নত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল হইলে দেশের অবস্থা ভাল হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিতে হানি হইতে পারে না— মঙ্গল হইয়া থাকে। ইয়োরপীয় যে যে দেশে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে সে সব দেশের সাধারণ উন্নতি হইয়াছে। তবে আমরা মিছে কেন আপত্তি করি? ছোট লোক হইলেই দাসস্বরূপ গণ্য হইবে তাহা ভদ্র বিচার হয় না। ছোট লোকও বিদ্যা বলে উচ্চ হইতে পারে। উচ্চতা জ্ঞানে হয়— অবস্থায় হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয় অল্প কথা। যাহার যে স্বেচ্ছা সে সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

ঠেকো বাবু। দশএক্ট জারি অবধি প্রজা ডাকলে আইসেনা। লেখা পড়া শিখলে কি নিস্তার আছে?

বাবু সাহেব। এটিও আপনাদিগের গরজের কথা। যে প্রজা আপন দেনা না পরিশোধ করে তাহার জন্য আদালতে নালিশ হইতে পারে। আর এ আপত্তি অল্প লোকের উপর বর্ত্তে—অধিকাংশ প্রজার উপরে খাটে না। আমাদিগের সকলের অবস্থা যাহাতে ভাল হয় তাহা পরস্পরের চেষ্টা করা উচিত।

ঠেকো বাবু। আমার মতে পাঁচ জন পণ্ডিত হওয়া ভাল —একশত জনের অল্প শিক্ষা কিছু নহে।

বাবু সাহেব। দুইই চাই, পাঁচ জন পণ্ডিত এক প্রকার মঙ্গল সাধন করিতে পারে ও একশত জন অল্প শিক্ষিত লোকেও এক রকম না এক রকম উপকার করিবে।

ঝেঁকো বাবু। তবে এ বিষয়ে তোমার সহিত ঐক্য হলো না—আর একটা বোতল খোল।

১৩—। পতিভাবিনির ভ্রমণ—দুর্গোৎসব দর্শন ও ব্রাহ্মণিকে স্বামি বশীভূত করণের উপদেশ দেওন।

পতিভাবিনী অন্তরের আলোক পাইয়া শীতল হইলেন—প্রভাতে উঠিয়া চলিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে স্নান আহ্নিক ও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। বাগানে কাহাকেও দেখিতে পান না—কেবল চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় পুষ্প—নানা প্রকার রসাল ফল। যদিও তদ্দর্শনে চক্ষু কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইল কিন্তু তাহা শীঘ্র তিরোহিত হইল কারণ ভর্ত্তার ন্যায় তাঁহার একই প্রকার অভ্যাস—বাহ্য ও অন্তর সদা স্বতন্ত্র থাকিবে তাহা না হইলে আত্মা প্রকৃতরূপে বর্দ্ধিত হয় না। দুর্ব্বলাধিকারিরা বাহ্য লইয়া অন্তর বর্দ্ধন করে। সবলাধিকারিরা অন্তর লইয়া অন্তর বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকেন। উদ্যান হইতে আসিয়া পরদিবস এক গ্রামে উপনীত হইলেন। দুর্গোৎসবের কোলাহল। ব্রাহ্মণদিগের বাটীর মহিলারা প্রাতঃস্নান করিয়া পাকশালায় নিযুক্ত আছেন—অন্ন ব্যঞ্জন দুঃখি ও দরিদ্র লোকদিগকে খাওয়াইতেছেন, ইহাতেই তাঁহাদিগের আমোদ—পরিশ্রম পরিশ্রম বোধ হয় না, এবং সকলে মিলিয়া দেবীর নিকট পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। পতি

ভাবিনী পৌত্তলিক উপাসনা বড় দেখেন নাই ও যদিও বাহ্যের প্রতি অল্প মনোযোগ ও অন্তরের প্রতি অধিক লক্ষ্য কিন্তু এক্ষণে বাহ্য কারণ বশাৎ স্ত্রীলোকদিগের দয়া ও ভক্তি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। সেখান হইতে গমন করিয়া এক আচার্য্যের টোলে উত্তীর্ণ হইলেন। আচার্য্য জ্যোতিষ বেত্তা—অনেকের নক্ষত্র ঘটিত ফলাফল বলিতেছেন—অনেকের কোষ্ঠি করিয়া দিতেছেন—অনেকের মুখে কোন ফুলের অথবা নদীর নাম শুনিয়া তাহাদিগের অব্যক্ত মানস ব্যক্ত করিতেছেন। পতিভাবিনী নিকটে যাইয়া প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কি মানস তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। আচার্য্য তাঁহার মুখোচ্চারিত একটি নদীর নাম লইয়া গণনা করিয়া বলিলেন—মা! তোমার মানস পতী—তুমি সাধ্বী স্ত্রী। যাহা বাঞ্ছা করিতেছ তাহা সিদ্ধ হইবেক। পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্লান্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বাটীতে নাই। ব্রাহ্মণী পাক করিতেছেন। তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া সেখানে বসিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন আমার পরম ভাগ্য যে আপনি এখানে আসিয়াছেন। খিড়কির পুষ্করিণির জল ভাল আপনি স্নান করুণ ও আমার হস্তে যদি খাইতে অভিরুচি না হয় তবে স্বয়ং পাক অথবা জলযোগ করুণ। ঘরের গাইয়ের নির্জ্জল দুগ্ধ আছে—ভাল মুড়ি ভেজে রাখিয়াছি, কামিনি ধানের চিঁড়াও আছে—বাগানে আক হইয়াছিল তাহার টাটকা

গুড় ঠাকুরদের দিয়া রাখিয়াছি—গাছে রম্ভাও আছে, কর্ত্তা বড় যত্নে এ রম্ভার গাছ আনিয়া পুতিয়াছেন।

পতিভাবিনী বলিলেন—মা! তোমার মিষ্ট বাক্যেতেই আমার ভোজন হইল। আমি তোমার কন্যার স্বরূপ—তোমার পাতে খাইতে পারি, হাতে তো অবশ্যই খাইব।

ব্রাহ্মণী। আমার পোড়া কপালের দশা! পাতে কেন খেতে যাবে? মা! অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমার ভাল স্বভাব দেখিয়া বড় তুষ্ট হইয়াছি—ভোজনের পর কিছু মনের কথা বল্‌ব। তেপান্তর মাঠে পড়িয়া রহিয়াছি—মন্‌টা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠে। এমন ব্যথার ব্যথী পাইনা যে তার কাছে মন খালাস করি।

ভোজনের আয়োজন বিলক্ষণ হইয়াছিল। রাঁঙুনি পাগল ধানের অন্ন—উচ্ছে ভাতে, পটল ভাতে, বেগুণ পোড়া, মটে খাড়া, বড়ি, থোড়, চুনচিংড়ি দিয়া চচ্চড়ি, কৈমাছ ভাজা, পোনামাছের ঝোল, বাটামাছের আম্বল, ঘন দুগ্ধ, চাঁপাকলা ও জমাট একোগুড়।

আহারের পর দুইজনে তাম্বূলগ্রহণ করিয়া শীতল পাটিতে শয়ন করিলেন। পতিভাবিনী ক্রমশঃ আপন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। ব্রাহ্মণী শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন—মা! তুমিতো সামান্য মেয়ে নও—তোমাকে দেখলে পুণ্য হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল তা কি বল্‌ব? স্বামী আছেন—এইমাত্র। লম্পট, জোয়ারী ও মদোমাতাল। হাতে ধরেছি—পায়ে ধরেছি—ঝাড়ন, মন্ত্র, ঔষধি কিছুই বাকি করি নাই কিন্তু কিছুতেই বশ করিতে পারি নাই। ঘরে এলে

যেন পোশা পাখী—দ্বার পার হলে শিকলি কাটা টিয়ে।

পতিভাবিনী। আপনার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় দুঃ-খিত হইলাম। বাহ্য সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণে পতী বশীভূত থা-কেনা। অন্তরের মিলন না হইলে পরস্পর আবদ্ধ হয় না। অন্তরের নানা ভাব কিন্তু মূলভাবের বর্দ্ধন হইলে অন্যান্য ভাবের মিলন আপনা আপনি হইয়া পড়ে। অন্তরের মূলভাব ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁহাতে আত্মা সমাধান করা। আপনারা পূজা আহ্নিক করিয়া থাকেন ?

ব্রাহ্মণী। বাটীতে বিগ্রহ আছেন ও আমরা কোশাকুশী ও হরিনামের মালা লইয়া গুরুমন্ত্র জপি —কর্ত্তা সব দিন সম-ভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না—সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

পতিভাবিনা। আপনার কৌশলের দ্বারা ধর্ম্মপথে তাঁ-হার মন আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্য বহু পরিশ্রমে হইবে। প্রথম প্রথম বড় কঠিন বোধ হইবে কিন্তু এই লক্ষ্য সর্ব্বদা মনে রাখিলে নানা প্রকার উপায় আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে। যে উদ্দেশ্যেই আমরা মগ্ন থাকি সে উদ্দেশ্য অল্প বা অধিক ভাগেই হউক অবশ্যই সিদ্ধ হয়। প্রথম কার্য্য এই যে প্রকারেই হউক দুইজনে একত্র হইয়া আহ্নিক ও সন্ধ্যা করিবেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি যত উচ্চভাব প্রকাশ করিবেন তাঁহাকে তত আকর্ষণ করিবেন ও তিনি তত শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবেন।

১৪।—অন্বেষণচন্দ্রের নানা প্রকার উপাসনা শ্রবণ; আত্ম বিচার ও মৃত পিতার বাণী শ্রবণ।

রবিবারে গির্জ্জা খুলিল—পাদ্‌রি পুল্পিটে গৌন পরিয়া বাইবেল লইয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নর নারী একত্র বসিয়া ভজনা করিতেছেন—সকলেরই হাতে বাইবেল, সকলই ভক্তিভাবে বসিয়াছেন। উপাসনার যে প্রণালী আছে তাহা সাঙ্গ হইলে, পাদ্‌রি এক সর্‌মন অর্থাৎ বক্তৃতা করিলেন ও অবশেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম বিস্তীর্ণ হওন জন্য প্রার্থনা করিলেন। উপাসনা যাহা হইল তাহাতেই ক্ষণেক কাল জন্য সকলের আত্মার আরাম অবশ্যই হইয়া থাকিবে।

পরদিবস প্রাচীন ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা হইল। আচার্য্য ও উপাচার্য্যেরা প্রণালীপূর্ব্বক ভজনা করিলেন ও আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন যে সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দেশে, প্রদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হউক। সকল উপাসক ভক্তিভাবে কিছু কাল যাপন করিলেন।

পরদিবস উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে ঐ প্রকার উপাসনা ও প্রার্থনা হইল ও তার পর দিবস মস্‌জিদেও ঐ রূপ উপাসনা ও প্রার্থনা হইল।

অন্বেষণচন্দ্র সকল উপাসনা ও প্রার্থনা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে, সকলেই আপন মত ও বিশ্বাস অনুসারে উপাসনা ও প্রার্থনা করে কিন্তু মত বিশ্বাসের সত্যাসত্য কি রূপে ধার্য্য হইবে? মত

বিশ্বাস সংস্কার সমন্ধীয়—আত্ম সমন্ধীয় নহে। মনেতে নানা সন্দেহ—সিদ্ধান্ত এক একবার উপস্থিত হইতেছে কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারি না। একটা বিষয় স্থির করিতে গেলে অন্য বিষয় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সকলের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করা সুকঠিন। আরো ভ্রমণ, দর্শন, চিন্তন ও নিধিধ্যাসনের আবশ্যক। যাহাতে মন একাগ্রভাবে থাকে তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক অবশ্যই লব্ধ হইবে। আত্মা এখনও বড় দুর্ব্বল—আত্মা আত্মাতে রমণ করে না—আত্মাতে পতিভাবিনী সর্ব্বদা উদয় হইতেছে। যদিও তিনি অতুল্য বনিতা কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে আমার মুগ্ধ হওয়া দুর্বলতা।

এই বলিতে বলিতে পিতার জ্যোতির্ম্ময় সহাস্য বদন সম্মুখে দেখিয়া এই বাণী শুনিলেন "অভেদী রম্ভা পর্ব্বতোপরি আছেন—তাহার নিকট যাইয়া সার জ্ঞান লাভ কর।"

নিমিষ মাত্রে ঐ শান্ত মূর্ত্তি অপ্রকাশ হইল। হা পিতঃ যো পিতঃ বলিয়া অন্বেষণ মোহেতে মুগ্ধ হইলেন ও বার বার প্রণাম করত বলিলেন—পিতঃ কৃপা করিয়া আর একবার দেখা দেও কিন্তু আর কিছুই প্রকাশ হইল না। অনেকক্ষণ চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করত বসিয়া রহিলেন অবশেষে তাঁহার মনে পিতার ও স্ত্রীর শোক প্রবাহিত হইতে লাগিল ও তিনি রোরুদ্যমান ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিলেন।

১৫।—জেঁকো বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ—বাবু সাহেবের বিবাহের উদ্যোগ ও ভঙ্গ ও ভ্রাতার মৃত্যু শ্রবণে আত্মা বিদ্যা চিন্তন—মনের পরিবর্ত্তন ও অন্বেষণচন্দ্রের উপদেশ।

জেঁকো বাবুর বাটীতে বড় বিপদ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্বর বিকারে মুমূর্ষু। শরীর হিম—নাড়ি ক্ষীণ—স্পন্দ রহিত ও জ্ঞান অল্পই আছে। সরলা ঈশ্বর ধ্যানে যে পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন তাহা করিতেছেন কিন্তু পুত্রের আত্মা অস্তমিত দেখিয়া মোহের প্রবল তরঙ্গে মুহ্যমান হইতেছেন। যখন অস্থিরতা জীবনের জীবন তখন সজীব থাকা সুকঠিন—তখন আত্মা প্রপিড়ীত, মুহুর্ম্মুহুঃ ভাবান্তর—কখন আশা, কখন হতাশা, কখন ক্ষোভ, কখন শোক, নানা প্রকার ভাবে আন্দোলিত হয়। স্বামী ও বাবু সাহেব নিকটে আছেন—বিধি করিতেছেন ইংরাজি চিকিৎসাই করিতে হইবে—বৈদ্যরা হাতুড়ে। দুই এক জন আত্মীয় বলিল—ইংরাজি চিকিৎসা অনেক হইয়াছে—কিছুই বিশেষ হয় নাই। এক্ষণে এক জন জ্ঞানাপন্ন কবিরাজ আনাইয়া দেখান। এই বিচার হইতে হইতে বালকের দুই চক্ষু স্থির হইল ও সকলের বোধ হইল নয়ন দিয়া আত্মা বিগত হইল। জননী পুত্রের মুখ চুম্বন করত রোদনে অস্থির হইলেন। পিতাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাবু

সাহেব তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। পর দিবস প্রাতে বাবু সাহেব আইলে জেঁকো বাবু বলিলেন—পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া আত্মার অস্তিত্ব কিঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়। সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছি—শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমত সময় পুত্রের শান্ত বদন দেখিলাম—আমাকে বলিতেছে—"পিতঃ দেহ ত্যাগ করিয়া সুখে আছি।" এ কি চমৎকার!

বাবু সাহেব একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন এ স্বপ্ন, নতুবা মস্তিষ্ক পরিষ্কার ছিল না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এ সব গ্রহণ করিতে পারি না। এক্ষণে এই গোলযোগ সর্ব্ব-দেশে হইতেছে—কিন্তু এ সকলই অলীক ও কেবল ভ্রম ও প্রতারণা জনক।

জেঁকো বাবু। যদিও ঈশ্বর মানিনা তথাচ তাঁহাকে একটু ধ্যান করিলে শোক অল্প বোধ হয়।

বাবু সাহেব। সুতরাং এক চিন্তা কি এক ভাব ত্যাগ করিয়া অন্য চিন্তা কিম্বা অন্য ভাব আনিলে পূর্ব্ব চিন্তা কি পূর্ব্ব ভাব অবশ্যই বিগত হইবে।

জেঁকো বাবু। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা মিষ্ট বোধ হয়।

বাবু সাহেব। তা আমি জানি না—নিকটে সেই আত্মা-ওয়ালা আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

বাবু সাহেব অন্যান্য আলাপ করিয়া গমন করিলেন। তাহার পর অন্বেষণ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত। যদিও জেঁকো বাবু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন তথাচ শোকেতে ম্রিয়মাণ হইয়া সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।

অন্বেষণ নিকটে বসিয়া বলিলেন আপনকার পুত্রের বিয়োগ সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আসিতেছি। মহাশয় জ্ঞানী, বিবেচনা করিলে আত্মার বিনাশ নাই—জীবনে মরণ ও মরণে জীবন এইই আত্মার শিক্ষা। শোক, দুঃখ যাহা ঘটে তাহাতে আত্মা বলীয়ান হয় ও আত্মা বলীয়ান হইলে শোক, দুঃখ হইতে অতীত হয়। এক্ষণে ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে উন্নত করুণ।

ঠেঁকো বাবু। আত্মার অস্তিত্বের প্রতি আমার একটু বিশ্বাস হইতেছে।

অন্বেষণ। আপনার আত্মা দ্বারা যাহা লাভ করিবেন তাহাই সত্য। প্রথম প্রথম আত্মা দ্বারা অল্পই লব্ধ হইবে। জ্ঞাতা না যোগ্য হইলে জ্ঞেয় প্রাপ্ত হয় না। আপনি শান্ত হইয়া বিবেচনা করিবেন।

লোকের বিপদ ঘটিলে আত্মীয়রা সামাজিক প্রথানুসারে দুই একবার আসিয়া সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া থাকে ও যাঁহারা দুঃখিত হইয়া আইসে তাঁহারাও কালেতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। লাভ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এক জনের দুঃখ মোচন জন্য অন্য এক জনের নিরন্তর বাসনা ও শ্রম অতি অসাধারণ। ঠেঁকো বাবু বড় শোক পাইয়াছেন—হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়াছে—সকল বন্ধু বান্ধবের গমনাগমন স্থগিত—বাবু সাহেবেরও আসা যাওয়া অল্প ও বহু ব্যবধান পর, কিন্তু অন্বেষণচন্দ্র প্রতি দিন অন্বেষণ করিতেছেন ও তিনি যাহা কহেন তাহা ঠেঁকো বাবুর উদ্বোধক ও হৃদয়ভেদী। ঠেঁকো বাবুর আত্মার জড়তা বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি

অন্বেষণের ঔদার্য্য ও নম্রতা দেখিয়া আপন মালিনা ও অল্প জ্ঞান বুঝিতে পারিতেছেন।

কিছু দিনের পর অন্বেষণ কিছু কৃতকার্য্য হইয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন।

পথি মধ্যে বাবু সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আমার বন্ধু কি আত্মাওয়ালা হইয়াছেন? —আমি খাতিরে কোন কর্ম্ম করি না—কি জান—পুরুষের মেয়ে মানুষের ন্যায় শোক করা ভাল নয় ও শোকে পড়িলে ভ্রমে পড়্তে হয়।

এই কথা বার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন চাকর এক চিটী ও ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার হস্তে দিল।

বাবু সাহেব চিটী পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার বদনে রক্তের ছোব দেখা দিল ও তিনি আপন সরল স্বভাব হেতু আহ্লাদেতে বলিলেন—বুঝি এত দিনের পর এক ইংরাজি বিবির সহিত আমার বিবাহ হইল।

অন্বেষণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বিবাহের ঘটক কে?

বাবু সাহেব। (স্বগত ডেম বেঙ্গালি! ডেম বেঙ্গালি!) (প্রকাশ্যে)—তোমরা এসব বুঝ না—তোমরা আপনারা বিবাহ কর না—বাপ মায়ে দেওয়ায়। ইংরেজরা দেখে শুনে বিবাহ করে। এক্ষণে মন অস্থির—কথা কহিবার অবকাশ নাই— "গুড্ বায়"—সেলাম।

সংসারের বিচিত্র গতি—কাহার শোক—কাহার হর্ষ—কাহার উন্মত্ততা—কাহার শান্তি—কাহার উন্নতি—কাহার দুঃখ—কাহার সুখ!

গ্রামে একেবারে ঢিঢিকার হইল যে বাবু সাহেব এক টেঁসের মেয়েকে বিবাহ করিবেন। হাত টেপাটিপি—মধু বাক্যের লিপি লিখন—উপঢৌকন-পরিবর্ত্তন—আত্ম অর্পণ—সবই হইয়া গিয়াছে। বর কনে দুই জনেই অস্থির—দুই জনে মদ। একত্রিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত ভাবী সুখ জন্য প্রেম নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে কনের পিতা এই সংবাদ শুনিয়া বিদেশ হইতে শীঘ্র আসিয়া কন্যাকে বলিল তুমি যদি বাঙ্গালিকে বিবাহ কর তবে তোমার মুখ দেখিব না। বর ভগ্নাশ হইয়া প্রেম জ্বরে আক্রান্ত হইলেন —চিটী পত্র লেখা বন্ধ—বৈকারিক অবস্থার বৃদ্ধি—কাহার সহিত আলাপ করেন না, কাহার নিকটে যান না—কেবল স্তব্ধ হইয়া ওম অবতারের ন্যায় বিছানায় পড়িয়া থাকেন। এ রোগের ঔষধ কি—কেবল এই ভাবেন। এক দিবস প্রাতে এক খানা ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন ডাকের পেয়াদা এক খানি পত্র আনিয়া হস্তে দিল—পত্র পড়িবা মাত্রেই রোদন করিয়া উঠিলেন—তাঁহার অনুজ লাহোরে ছিলেন হঠাৎ ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ সেখানকার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন। চিত্তের পূর্ব্ব ভাব বিগত হইয়া এক্ষণে ভ্রাতৃ শোকে সাতিশয় কাতর হইলেন—আর কি ভায়াকে দেখিতে পাইব না! এই আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন ও গ্রন্থকর্ত্তারা আত্মার অমরত্ব বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিয়ত পাঠ করণানন্তর পুনঃপুনঃ ঐ বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ঠেঁকোবাবু নিকটে আইলেন। পূর্ব্বে দুই

জনে একত্র হইলে তাঁহারা দক্ষে ও স্পর্দ্ধাতে কথাবার্ত্তা কহিতেন এক্ষণে দুই জনেরই আন্তরিক বিকার অনেক খর্ব্ব হইয়াছে—আত্মার উগ্রতা শোক ও দুঃখে হ্রাস হয় ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সাত্বিক ভাবের উদয়। বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য এক নিয়মেই নির্ব্বাহিত হয়। এক ভাবের আধিক্য হইলে অন্যের আগমন। সকল ভাবেরই সীমা আছে। যাহা সীমাতীত তাহারই বিনাশ। কখন আধ্যাত্মিক বলে ভাবের বিনাশ, কখন প্রবলতর অন্য কোন বাহ্য ভাবের উদয়ে পূর্ব্ব ভাবের হ্রাসতা কিম্বা সম্পূর্ণ অদর্শন। দুই বাবুই শোকে মগ্ন—এক জন পুত্র শোকে, এক জন ভ্রাতৃ শোকে চঞ্চলিত। বাহ্য বিষয়ক কথা অবশ্যই অল্প হইতেছে। এক জন বলিতেছেন—যদি বিয়োগের পর আত্মা থাকে, তবে সে আত্মা কি করে? অন্য এক জন বলিতেছেন যদি থাকে তবে অবশ্যই প্রকৃত উপযোগী কার্য্য করে। শুনিয়াছি কেহ কেহ কোন কোন আত্মীয়ের আত্মার সহিত কথোপকথন করিয়াছে—এ যদি সত্য হয় তবে বড় ভাল, তা হইলে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায় ও মৃত্যু ভয় বিগত হয় কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না—অনুসন্ধান করণে হানি নাই—উপকার আছে।

১৬।—উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারকের উপদেশ ও বিচার।

উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক—বাগ্মিয় বিষারদ-সমাজ মন্দিরে উপনীত। শ্রোতা ও শিষ্যেরা আস্তে আজ্ঞা হউক, আস্তে আজ্ঞা হউক বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রচারক সমাজ পার্শ্বস্থ গৃহে যাইয়া বসিলেন। কয়েক জন উন্নত ব্রাহ্ম ঐ গৃহে আসিয়া গুরুর পদতলে পড়িয়া আপন আপন ভক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিলেন—মহাশয়! শান্তিরাম গড়গড়ী অদ্যাপি পৈতা ত্যাগ করেন নাই। তিনি উপাচার্য্য হইয়া বেদীতে বসিলে বেদী কলঙ্কিত হইবে। আর এক জন বলিলেন প্রাণ থাকুক আর যাউক বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য কখনই করা হইবে না। আর এক জন বলিলেন যদি পৈতা পরিত্যক্ত না হইল তবে পৌত্তলিকতায় কি দোষ? আর এক জন বলিলেন গড়গড়ী মহাশয় বড় ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু। পৈতা ধারণ করিলে কি ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু হয় না? পৈতার সঙ্গে আত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? অন্য এক জন পৈতা-ত্যাগী উপাচার্য্য তাহার তুল্য পবিত্র না হইতে পারেন। আর এক জন বলিলেন তাহা হইতে পারে কিন্তু পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দিতে পারি না। আমাদিগের প্রতিজ্ঞা—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—যদি তাহা ভঙ্গ হয় তবে নরকে গমন করিতে হইবে ও ইংরাজেরা আমাদিগকে কি বলিবে? প্রচারক বলিলেন এইতো উন্নত ভাব—ইহা যদি না হয় তবে

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করা কি ফল? বিস্তর বিচার ও বিতণ্ডা হইয়া গড়গড়ীকে গড়গড় করিয়া চলিয়া আসিতে হইল। প্রচারক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বেদীতে উপবেশন করিয়া ঈশ্বর, আত্ম ও পর সম্বন্ধীয় এবং পাপ, অনুতাপ, পরিত্রাণ ও মোক্ষ বিষয়ে অনেক বলিলেন। অবশেষে দয়া বিষয়ে দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতারা শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন ও অনেকের মনে হইল যে প্রচারক মহাশয় এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া আমাদিগকে দয়া করিলে আমরা দয়া উপদেশ ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

অন্বেষণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা সাঙ্গ হইলে একজন মার্জ্জিত জ্ঞানী ও স্পষ্টবক্তা তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কেমন শুনলেন?

অন্বেষণচন্দ্র। উত্তম—যাহা শুনা যায় তাহাতে কিছু না কিছু কার্য্যহইতে পারে।

কিন্তু যাহা শুনা গেল তাহা কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ?

অন্বেষণচন্দ্র। সকল উপদেশ সকলের মনে সমানরূপে গৃহীত হয় না। যাহাদিগের সামান্য মন তাহারা ক্ষুদ্র উপদেশ গ্রহণ করে, উচ্চ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহাদিগের উচ্চ মন তাহাদিগের পক্ষে উচ্চ উপদেশের আবশ্যক—সামান্য উপদেশ তাহাদিগের মনে প্রবেশ করে না, কিন্তু প্রচারক উচ্চতা প্রাপ্ত না হইলে স্বকার্য্যে অক্ষম হয়েন। অস্থায়ী প্রকরণ লইয়া ধর্ম্ম উপদেশ চির-দিন সমভাবে চলে না। শ্রোতার মধ্যেই শান্ত্র বা বিলম্বে

হউক কেহ না কেহ প্রচারকের গ্রাম্য ভাব জানিতে পারে। প্রকৃত প্রচারক হইতে গেলে তাঁহাকে আত্মজ্ঞ হইতে হয় নতুবা শ্রোতাদিগের আত্মার গতি অনুসারে উপদেশ হয় না। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠ কল্প—যাহা হইতেছে তাহাই হউক —হানি নাই। কালেতে উপকার হইতে পারে।

তা বটে, কিন্তু যে রূপ তর্জ্জন গর্জ্জন হয় তদনুসারে বরিষণ হয় না।

অন্বেষণচন্দ্র। এইই মানব জাতির ধর্ম্ম। যদবধি আত্ম দর্শিত্ব না জন্মে তদ্বধি বাহ্য ব্যর্থ বিষয় লইয়া জীবন যাপন করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও আত্মোন্নতির কিছু না কিছু উপকার হইবে।

টেপেতেফেলা—পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইংরাজি বহি পড়ার দরুণ—আপনি কি বলেন ?

অন্বেষণচন্দ্র। তাহা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে বাহ্য প্রবল—অন্তর দুর্বল—এজন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংস্কা রাধীন। যেমন তরকারি সম্বলন কালীন হাঁড়িতে তপ্ত ঘৃত উপরে ফোড়ন দিলে ফড়্ ফড়্ শব্দ হয় তেমনি প্রবল বাহ্য কারণ বশাৎ নবনব মত ও বিশ্বাসের স্বষ্টি—তাহার কি তর্জ্জন গর্জ্জন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। এই উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয় উচ্চতা প্রাপ্ত হইলে গ্রাম্য ভাব ত্যাগ করিবেন। তাঁহার ঈশ্বর বিষয়ক পিপাসা প্রসংশনীয়—তিনি অনেক পড়িয়াছেন, কিন্তু নিগূঢ় চিন্তা করেন নাই —ঈশ্বর লক্ষ্য সর্ব্বদা মনে ধারণ করিতে পারেন না—অনেক

পার্থিব লক্ষ্যে প্রপিড়ীত—যখন যে লক্ষ্য প্রবল তাহাকেই ঈশ্বর লক্ষ্য বোধ করেন এজন্য ভ্রাম্যমান হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে খিচুড়ি করিতেছেন—কিন্তু যদি প্রাণপনে ঈশ্বর লক্ষ্য সর্ব্বদা ধারণ করিতে পারেন তবে তিনি অবশ্যই উচ্চতা প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার ক্ষুদ্র দৃষ্টি থাকিবে না।

যুক্তাত্মা ধীরেরা কি ব্যর্থ, অলীক, অস্থায়ী সামাজিক, বা গার্হস্থ বিষয় লইয়া সাধনা করিতেন?—তাঁহাদিগের লক্ষ্য কেবল আত্মা ও ঈশ্বর।

১৬—বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবুর ক্ষতি, জেঁকো বাবুর মৃত্যু, সরলার বিধবা বিবাহ বিষয়ক উপদেশ, বাবু সাহেবের তাঁহাকে হস্তগত করণার্থে নাপ্তিনীর নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপকথন, তাঁহার মৃত্যু, ও লালবুঝ্‌কড়ের কারারুদ্ধ হওন।

বাবু সাহেবের ও জেঁকো বাবুর যাহা ধন ছিল তাহা বঞ্চক লোকের ইন্দ্রজালেতে সকলি ক্ষতি হইল। ধন হারা হইয়া তাঁহারা যেন মণিহারা ফণির ন্যায় বসিয়া থাকেন—অন্তরের কিছু মাত্র জ্যোতি নাই, সর্ব্বদাই ভাবেন ধনের সঙ্গে মানও গেল—এখন কি করি? কেবল মদই ভর্সা অতএব মদে মত্ত যদবধি থাকেন তদবধি পৃথিবীকে সরা দেখেন। মদ আমোদ না হইলে একেবারে কয়লার নৌকা ডুবাইয়া বসেন। দুই এক সার জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন—আপনাদিগের ধর্ম্ম চর্চ্চা বেস হইতেছিল, তাহা কেন বন্ধ করিলেন?

—তাহা করিলে মদ্যের প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা উত্তর দেন আমাদিগের পুত্র ও ভ্রাতৃ শোক হইতে ধন শোক অধিক হইয়াছে—এ শোক সম্বরণ কিরূপে করিতে পারি? বাল্যকালাবধি ঈশ্বর চিন্তা না করিলে বিষম প্রমাদ, একটা বিপদের ঝড়েতেই হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। যাহাদিগের ঈশ্বর পরাকষ্ঠা তাহারাই কেবল বিপদ সম্পদ সমভাবে দেখেন ও যে অবস্থাতেই পতিত হয়েন সেই অবস্থাকে আত্মোন্নতি সাধনের মূলক করেন। কিছু দিন পরে জেঁকোবাবু বিপদের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া দিন দিন তনু ক্ষীণ হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সহমরণ গমন করিবেন কিন্তু ঐ প্রথা নিষেধক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন। দুই তিন বৎসর পরে বাবু সাহেব সরলার প্রতি অনুরাগী হইয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিক বন্ধন জন্য সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। সরলা বড় গুণবতী ও যখন তাঁহার মুখশ্রী বাবু সাহেবের মনেতে উদিত হইত তখনি আপনা আপনি বলিতেন—বাঙ্গালির মেয়ে তো ভাল পাওয়া যায় না এজন্য ফিরিঙ্গির মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়িল। এক্ষণে যদি সরলা দয়া করেন তবে বাঁচি নতুবা একূল ভেবে ভেবে সারা হইলাম। নানা প্রকার উপায় ভাবিয়া বাবু সাহেব উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উন্নত ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে দলস্থ দেখিয়া উন্নত হইলেন ও পরে তাঁহার বৈবাহিক প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা অতি আহ্লাদিত হইলেন কারণ

স্ববর্ণে বিবাহ হইবেক না—বর ব্রাহ্মণ ও কন্যা ক্ষত্রিয়। অবশেষে এ প্রস্তাব সরলার কর্ণগোচর হইলে তিনি বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন—স্ত্রীলোকের পুনঃ বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর পরায়ণা নারী তাঁহারা শারীরিক সুখার্থে জীবন ধারণ করেন না—তাঁহারা আত্ম সংযম ও আত্মোন্নতি জন্য জীবিত থাকেন অতএব ব্রহ্মচর্য্যা ব্যতিরেকে অন্য কি উপায়ে ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? আমার লোভ নাই—পার্থিব সুখ অথবা গৌরব কিছু মাত্র বাসনা করি না। যাহাতে ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বরেতে আত্মা অর্পণ করিতে পারি এইই আমার অহরহ প্রার্থনা। শুনিতে পাই বিধবা বিবাহ জন্য প্রচুর ধন ব্যয় হইয়াছে ও যাঁহারা ব্যয় ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সৎ অভিপ্রায়ে করিয়াছেন কিন্তু যদি ঐ সকল মহাশয়রা ব্রহ্ম চর্য্যা অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহা হইলে অনেকের অধিক আধ্যাত্মিক বল হইত। যে স্ত্রীলোক পতী-পরায়ণা সে কি অন্য পতী গ্রহণ করিতে পারে? যে কালেতে পতীকে ভুলে যায় সে কি পতী পরায়ণা? স্ত্রীলোক বা পুরুষের প্রকৃত বীরত্ব কি? ইন্দ্রিয় দমন ও আত্মার শক্তি বর্দ্ধন। মনুষ্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি হীন হইয়া সর্ব্বদাই পশুবৎ ভাবে থাকে ও কার্য্য করে—আত্মা আছে কি না —ও কি প্রকারে উন্নত হইবে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা নাই। সভ্যদেশের রীতি নীতির অনুকরণ হইতেছে কিন্তু সভ্যতা কি? সভ্যতা বাহ্য উন্নতি, আত্মোন্নতিকে সভ্যতা অল্প লোকে বলেন!

সরলার এসকল বাক্য গরলস্বরূপ গৃহীত হইল। উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন নারীর কথা গুলি নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে আবার কেহ কেহ বলিলেন মেয়েমানুষ প্রথমে এইরূপ কহিয়া থাকে পরে দোরস্ত হয়। বাবু সাহেব স্বাভাবিক অস্থির তাহাতে আশা পিচাশের খোঁচুনিতে ধড় ফড়াতে লাগিলেন। ভ্রাতৃ শোক, ধনশোক ও বন্ধু জেঁকা বাবুর শোক সকলই বিগত—এক্ষণে যাহাতে তাঁহার বনিতা হস্তগত হয়েন এই জ্ঞান—এই ধ্যান। খেয়ে সুখ-নাই—বসে সুখ নাই—শুয়ে সুখ নাই—কিছুতেই সুখ নাই। এক একবার ঠুপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিস্ দেন ও নিশ্বাস ত্যাগ করণান্তর "ডিয়ের সরলা" বলিয়া ডাকেন। বাবু সাহেব বড় বিবেচক—বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন—ব্রাহ্মদের এ কথা বলা ভাল হয় নাই—তাহারা কর্ম্ম খারাব করিয়াছে। মেয়ে মানুষের মন মেয়ে মানুষ শীঘ্র হরণ করিতে পারে অতএব বাটীর নিকটে শ্যামা নাপ্তিনী থাকে তাহাকেই ঘটকী করা শ্রেয়। সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাবু সাহেব শ্যামার কুটীরে উপনীত। শ্যামা বলিল—এ কি ভাগ্য—রাজা বিক্রমাদিত্য ভিকে হাড়িনির কুটীরে! শ্যামা গরুর জাব্না কাট্‌তে ছিল—মাথায় কাপড় নাই-কেশ কতক কাল কতক সাদা—লুটিয়া পড়িয়াছে, আস্তে ব্যস্তে একখানি পিড়া আনিয়া দিল। বাবু সাহেবের টাইট পেনটুলুন—বসিতে অশক্ত। বাবু সাহেব লম্বা, শ্যামা বেঁটে—একটু কোঁয়া হইয়া বল্‌ছেন—একটা কথা বলি কাহাকেও বলিস্‌না—সরলাকে আমার কনে করে দিতে পারিস্? আমার বিষয়

আশয় সব দিব। নাপ্তিনী এই কথা শুনিবামাত্রে দুই কানে হাত দিয়া জিহ্বা দাঁতে কাটিয়া বলিল—সে সাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী, দুদণ্ড তাঁহার কাছে বস্‌লে অনেক ধর্ম্ম কথা শুনিয়া আসি। আর২ অনেক বিধবা আছে তাহাদের এক জন না এক জনের সহিত বিবাহ দেওয়াইতে পারি। সরলা সাবিত্রী স্বরূপ—এমনি রাশ ভারি যে একটি মন্দ কথা তাহার নিকট কেহ বলিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই আহ্নিক, পূজা, দান, ধ্যান ও সন্ধ্যার পরে এক মুটা আহার করেন। রামপ্রসাদ ঠাকুরের এক বিধবা মেয়ে আছে—তাহাকে বিয়ে করনা কেন? সে নটার মধ্যে খেয়েদেয়ে তোফা ফিটফাট হইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে—তাস খেলে ও গল্প গুজব, হাসি তামাসা, ঠাট্টা বটকেরায় কাল কাটায়—পূজা আহ্নিকের সহিত কিছু এলাকা নাই। এ রকমের মেয়ে মানুষ কিছু পেলেই ফের বিয়ে করে।

বাবু সাহেব। যে সব মেয়ে মানুষ খুব ধর্ম্ম কর্ম্ম করে তাদের বিয়ে করা ভাল—কোন ভয় নাই।

নাপ্তিনী। আরে আবেগের বেটা! তারা তোকে কেন বিয়ে করবে? পতির শরীরটাই যায়—প্রাণটা তো থাকে? সেই প্রাণটা ভেবেও ঐ সব মেয়েমানুষ আরাম পায়। সুখ তো শরীরে নাই—মনে সুখ—মন যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করলে সুখী হয়, তো আর বিয়ে কায কি? আর বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামীকে ভুলে না—স্বামীর জন্য প্রাণ দেয়। যাহারা স্বামীকে কখন দেখে নাই ও যাহাদিগের বয়েস অল্প তাহারা বিবাহ করিতে পারে। নাপ্তিনীর কথা শুনিয়া

বাবু সাহেব হতাশ হইয়া ভাবিলেন যে বিবাহ বুঝি কপালে নাই। বাটী ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকার অস্থির ভাবনায় মগ্ন। ঈশ্বর অথবা পরলোক চিন্তা তড়িৎবৎ। আপনার যেমন মনের বল তেমনি সকলের বল দেখেন। কাহার মনের উচ্চতার কথা শুনিলে বিশ্বাস করিতেন না—কেবল ডাাম বেঙ্গালি!—ডাাম বেঙ্গালি! বলিতেন। কালেতে তাঁহাকে সকলই পরিত্যাগ করিল ও তিনিও কোথায় যাইতেন না। মনের অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি ও অবশেষে রোগ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া যম মন্দিরে গমন করিলেন।

বাহ্য আনন্দে আনন্দিত থাকিলে শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। কেবল আত্মার বলেতেই হর্ষ ও শোক হইতে মুক্তি হয়।

লালবুক্কড় সর্ব্বদাই উপর চাল চালিতেন। তাহার নিজের কি মত তাহা তিনি জানিতেন না। উপস্থিত মতে কার্য্য—উপস্থিত মতে মত ও কার্য্যের পরিবর্ত্তন। কি প্রকারে বাহ্য রক্ষিত হইবে এই তাহার লক্ষ্য। বাহিরে বাহ্য অনুরাগ জন্য সব দলেরই অনুকরণ করিতেন। বিরলে অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতেন। এক মকদ্দমায় লোভ প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষী দেন। বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। গ্রামের ছোঁড়ারা কারাগারের জানালার নিকট যাইয়া এক এক বার হো হো করিত ও তৎক্ষণাৎ "যা বেটারা যা" শ্রুত হইত।

পিজলা গ্রাম ধর্ম্ম ক্ষেত্র হইল—কিন্তু ধর্ম্ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। মসজিদ, গির্জা, দুই ব্রাহ্ম সমাজ

ও নানা দেবালয় হইতে মহারথী, রথী, অর্দ্ধরথী ও নানা প্রকার যোদ্ধা সৃষ্ট হইতে লাগিল। এক দল মার্ মার্ শব্দ করে—অন্য দল মাভৈ মাভৈ বলিয়া চীৎকার করে—সব দল স্ব স্ব প্রধান—কে কাহাকে নিবারণ করে? সকলেই আপন মতানুসারে চলে। জগতে এইরূপেই কার্য্য হইয়া থাকে। যাহা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত তাহার ছবি এই। ক্ষণিক মিলন, ক্ষণিক বিচ্ছেদ, ক্ষণিক বিদ্বেষ, ক্ষণিক প্রেম।

১৭।—অন্বেষণচন্দ্রের গোদাবরী তীরস্থ যোগীদিগের নিকট যাইয়া যোগ শিক্ষা—পতিভাবিনির সহিত মিলন।

পিঙ্গলা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ, গিরি গুহা, বন উপবন, নদ নদী, খেটক খর্ব্বট, হাট মাঠ, দেবালয়, অতিথি শালা দেখিয়া ও নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপে অনেক অর্জ্জন করত অন্বেষণচন্দ্র অবশেষে গোদাবরী তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সম্মুখে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ—শাখা প্রশাখা অসংখ্য, নিম্নে কতকগুলি উদাসীন ও যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। গাত্র ভস্ম বিভূতি বিলেপিত—মস্তক জটা জুটে আবৃত—নয়ন মুদিত। কেহ রেচক পূরক—কেহ কেবল কুম্ভক করিতেছেন—কেহ দীর্ঘকাল প্রাণ বায়ু সহস্রারে ধারণ করিতেছেন—কেহ ব্রহ্মরন্ধ্রে আসীন হইয়া খেচরী মুদ্রায় আরূঢ় হইয়াছেন। অন্বেষণ নিকটে যাইয়া তাহা- দিগের আশ্চর্য্য অভ্যাস দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক

কাল পরে যোগ ভঙ্গ হইলে তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া সাতিশয় তুষ্ট হইলেন ও নিকটে রাখিয়া ক্রমে২ যোগ শিক্ষা করাইলেন। কি হট যোগ—কি রাজ যোগ—কি আসন বিধেয়—কি ধ্যান ও ধারণা সুভকরী তাহা ক্রমশঃ লব্ধ হইল। রাত্রি যখন অল্প থাকিত তখন তাহাদিগের সহিত আত্মতত্ত্ব আলাপ হইত—তাঁহারা যাহা বাহ্য তাহা তাচ্ছল্য করিতেন ও কেবল আত্মা লক্ষ্য করত আত্ম বল লাভেই মগ্ন থাকিতেন। এই তাঁহাদিগের আলাপ, ধ্যান ও অভ্যাস। যোগীদিগের সহিষ্ণুতা ও অপার্থিব ভাব দেখিয়া অন্বেষণ উচ্চতা প্রাপ্ত হইলেন। এক দিবস এক জন যোগী বলিলেন একটি স্ত্রীলোক কিছু কাল এখানে ছিলেন, তিনি আমাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া অনেক অভ্যাস করিয়াছেন। সম্প্রতি এখান হইতে যাইয়া রম্না পর্ব্বতের নিকট এক আশ্রমে কতকগুলি যোগিনীর সহিত বাস করিতেছেন। তাহাকে তুমি জান? তিনি এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা কিন্তু হিন্দী বুলি বেস বলেন। অন্বেষণচন্দ্র বলিলেন—না, আমি তাঁহাকে জানি না—ঈশ্বরের জন্য অনেকেই লালাইত। অবশ্য তিনি কোন অসাধারণ স্ত্রীলোক হইবেন। পরে রম্না পর্ব্বতীয় অভেদীর নিকট যাইতে হইবে এই কথা মনে জাগ্রত হইলে তিনি সকল যোগীদিগকে অভিবাদন পুরঃসর বিদায় লইলেন। বিদায় কালীন তাঁহারা দীর্ঘ নখাচ্ছাদিত হস্তোত্তলন করত তাঁহাকে প্রাণগত আশীর্ব্বাদ করিলেন। বারম্বার ভক্তি স্নাত প্রণাম করত অন্বেষণ সেই অপূর্ব্ব আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। দুই

দিবস পরে এক আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইল ও অতিদূরে এক পর্ব্বতের ধূম্রবৎ নীল চূড়া প্রকাশ পাইল। আশ্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া যান এমত সময়ে এই বিচার করিলেন—শুনিয়াছি এক ধর্ম্মপরায়ণা নারী এখানে আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে কিছু না কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন অনেক হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী, সুরাষ্ট্রী, মগধস্থ নারীরা গাগরা, কাঁচলি, ওড়নায় আবৃত—বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যেমন চন্দ্র তারাগণ বেষ্টিত তদ্রূপ এক জন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা কেবল একখানি রক্ত বর্ণ বস্ত্র পরিহিত, হস্তে দুই গাছি বালা, সমাধিতে মগ্ন। নিরশনে শরীর ক্ষীণ,—আন্তরিক লাবণ্যে পূর্ণ—কেশ মুক্ত—অঞ্চল গলদেশে—বদন মনোহর—মধুর হাস্য সংযুক্ত ও শুভ্রতায় ভাসমান। অন্যান্য যোগিনীরা যোগ সমাপনানন্তর ধীরে ধীরে আপন আপন কুঞ্জে গমন করিলেন। ইত্যবসরে জ্ঞানান্বেষণচন্দ্র নিষ্কাম চিত্তে ও অকুতোভয়ে ঐ রমণির সম্মুখে বসিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা অবসান—অস্তমিত দিনমণি গবাক্ষের দ্বার দিয়া স্বীয় নানা বর্ণীয় মণিতে ঐ মহাত্মার মুখমণিকে যেন উজ্জ্বল মণির খনি করিতেছেন—কিন্তু তাঁহার অন্তরের অমূল্য মণির অবিনাশী ও অক্ষয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জা পাইতেছেন। এ নারী কে? সুনির্ম্মিত চাঁপা ফুলের ন্যায় গৌরাঙ্গী যুবতী—রূপের ছবি—কিন্তু পার্থিব ভাব শূন্য। যাহার ধ্যানেতে আহ্লাদ তাহার মন অন্যের ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়। এক ঘণ্টার পর রমণী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে এক জন

শান্ত মূর্ত্তি পুরুষ, চিবুক ও মস্তকে দীর্ঘ কেশ, পদ্মাসনে বসিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নয়ন আত্মার ভাব প্রকাশক কিন্তু ঐ ব্যক্তির চক্ষু কেবল শান্তির জ্যোৎস্না স্বরূপ বোধ হইতেছে। দুই জনেই পরস্পর অবলোকন করিতেছেন। যদিও স্মরণ, উপমা ও মনঃ সংযুক্ত চিন্তার ক্রটি হইতেছে না কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। ক্ষণেক কাল পরে রমণী ঈষৎ হাস্য করত মস্তকের বস্ত্র টানিয়া নিম্নবয়না হইলেন ও তাঁহার চক্ষু হইতে অনিবার্য্য অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল।

অন্বেষণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে—আপনার বাটী কোথায়?

রমণী অমনি তাঁহার ক্রোড়স্থ হইয়া নয়নের উপর নয়ন দিয়া বলিলেন—আমার নাম পতিভাবিনী—আমার প্রকৃত নিকেতন আপনার ক্রোড়। অন্বেষণচন্দ্র তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ যোগিনী হইয়া রোদন করিলে? পতিভাবিনী উত্তর করিলেন এটি দুর্ব্বলতা বটে কিন্তু তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারি না। তুমি এমনি আকর্ষণ কর যে তোমাকে দেখিলেই আমি তোমাতে মগ্ন হই। অদ্য তোমাকে পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে আত্ম। সাধনে অনেক লাভ করিব। পরে দুই জনের বাক্য স্থগিত হইয়া পরস্পরের আত্মা দ্বারা আপন আপন অবস্থা যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিল ও পরস্পরের আত্মা সংযুক্ত হইয়া নানা অপার্থিব বিমল আনন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। এই মিলনে দুই জনের শারিরীক

সুখ অন্য কিছু স্পৃহা নাই—মনও ভাবান্তর হইল না—কোন বিলাপ নাই, হর্ষ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই—এ সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আত্মার গভীর ভাব ধারণ করিয়া থাকিলেন। দুই জনের আত্মা এমনি বলীয়ান যে কেবল পরস্পরের আত্মারই প্রতি পরস্পরের আন্তরিক দৃষ্টি ও দুই জনে আত্মাকে যাহাতে সম উচ্চতায় রাখিতে পারেন এই তাহাদিগের মিলনের উদ্দেশ্য হইল। আশ্রমের সম্মুখে একটি মনোহর সরোবর—চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর—তদুপরি তরু লতা, মুমুকলতা, কুঞ্জলতা, মাধুবিলতা ও নানা লতা দোদুল্যমান। মধু মক্ষিকা ও ভ্রমর গুণ গুণ শব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। চক্রবাক, চক্রবাকী, শারি, শুক ও নানা চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গম যেন বীণা যন্ত্র লইয়া সংগীতে মগ্ন। অনুনয়ে যোগিনীরা সরোবরের পুলিনে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্নান করিতেছেন ইতি মধ্যে অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী বাহিরে আসিয়া তাহাদিগের সম্মুখে প্রকাশ হইলেন। নগ্না যোগিনীরা বলিল—মা! এখানে পুরুষ কেন? তাঁহাকে যাইতে বল। আমরা লজ্জা পাইতেছি। পতিভাবিনী বলিলেন—বৎস্য! ইনি আমার পতী—আমার প্রাণ বল্লভ—ইঁহারই কৃপা বলে আমার ঈশ্বর জ্ঞান। ইনি সম্পূর্ণ যোগী—ইঁহার স্ত্রী পুরুষ সম জ্ঞান। কেবল আত্মার সুখেই সুখী—শারিরীক সুখ বিসর্জন করিয়াছেন। তোমরা নগ্না থাক আর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হও ইঁহার আত্মা সমভাবে থাকিবে। কিন্তু তোমরা স্ত্রীলোক-যোগেতে পক্ক হও নাই এজন্য আমরা উদ্যানে গমন করিতেছি।

পরে যোগিনীরা বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্বেষণচন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাতে চমৎকৃত হইলেন। পতিভাবিনী বলিলেন—কল্য প্রাতে আমরা এখান হইতে যাইব। আমাদিগের বিশেষ আবশ্যক কার্য্য আছে। যদি পারি তোমাদিগের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। এই কথা শুনিয়া যোগিনীরা সকলেই রোরুদ্যমান হইলেন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক বিলাপ করিয়া বলিলেন তবে আমরা মাতৃ-স্নেহ ও মধুময় উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

পতিভাবিনী বলিলেন তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে এরূপ সম্ভাষ কর। তোমাদিগের ইন্দ্রিয়শূন্য ও পবিত্র ভাব দেখিয়া আমার আত্মা তোমাদিগের আত্মার সহিত সংযুক্ত। আমি পার্থিব স্নেহ বাক্যে কি প্রকাশ করিব? তোমরা কায়মনোচিত্তে অহরহ ঈশ্বরেতে মগ্ন থাক। একমনা ধ্যানেতে ধারণার বৃদ্ধি ও যত ধারণার বৃদ্ধি ততই আত্মা প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়া আপন জ্যোতি বিস্তার করিবে। আত্মা স্বপ্রকাশ হইলে পার্থিব সম্বন্ধ ও ভাব বিলীন হইবে। দেখ আমরা দুই জনে স্ত্রী পুরুষ বটে কিন্তু এ সম্বন্ধীয় সুখ নশ্বর, কারণ তাহা শরীর সম্বন্ধীয়—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। "যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"—যাহাতে অমৃত না হই তা লইয়া কি করিব, অতএব যাহা নশ্বর নহে—যাহা চির কাল থাকিবে—যাহা অনন্ত কাল-অনন্ত কার্য্য দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মানন্দে আপনাতে অনন্ত স্বর্গ লাভ করিবে—তাহারই অনুশীলন—তাহারই উদ্দীপন

—তাহারই বিবর্দ্ধনে আমরা প্রাণপনে নিযুক্ত আছি ও থাকিব।

যোগিনীরা বলিলেন পিতাকে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। সকলে মিলিয়া অদ্য ধ্যান ও উপাসনা করিব। পরে দম্পতী স্নাত হইয়া একাসনে বসিলেন—যোগিনীরা চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। ধ্যান আরম্ভ হইলেই দম্পতী একমনাঃ হইয়া থাকিলেন-বাহিরে নানা শব্দ হইতেছে—রাস্তা দিয়া লোকে গান করিয়া যাইতেছে—একজন উন্মাদ নিকটে আসিয়া বিস্তর গোল ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিল ও ত্রাসোৎপাদনার্থে এক একবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে ঐ সাপ এল, ঐ বাঘ এল কিন্তু কিছুতেই দম্পতির ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তাহাদিগের আত্মা বাহ্য হইতে এত অতীত যে কিছুতেই চাঞ্চল্য জন্মে না—এত শুভ্র ও জ্যোতির জ্যোতিতে সংলগ্ন যে তাঁহারা কেবল অন্তর দৃষ্টি ও অন্তর শীতলতা উপভোগ করিতেছেন। শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এই মাত্র, আত্মা স্বতন্ত্র হইয়া আপনাতে রমণ করিতেছে। যোগিনীরা তাঁহাদিগের ধ্যান দেখিয়া স্বীয় হীনতা ধ্যান করিতে লাগিলেন ও এক ধারণায় আরূঢ় থাকিতে সক্ষম হইলেন না।

ধ্যান সমাপনানন্তর তাঁহারা বলিলেন আপনারা আমাদিগের অপেক্ষা অতি উচ্চ। অন্বেষণচন্দ্র বলিলেন ঈশ্বর সকলকেই সমান করেন—উচ্চতা কার্য্য ও ঘটনা দ্বারা জন্মে।

পতিভাবিনী স্বভর্ত্তার গুণ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত ভাবান্তর হইলেন। আধ্যাত্মিক ভাবের সম্পত্তা হইলে পার্থিব

ভাবের উদয় হইল তখন স্বামির স্কন্ধে হস্ত দিয়া অশ্রু দ্বারা গদ্ গদ্ ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিলেন। ভর্ত্তা তাঁহাকে নিষ্কাম চিত্তে চুম্বন করত বলিলেন—এভাব প্রশংশনীয় নহে—এ সামান্য ভাব-আত্মাকে উচ্চ কর। যদি আমি নিকটে থাকিলে চঞ্চল হইয়া পড় তবে আমাদিগের বিচ্ছেদই শ্রেয়। আমার প্রতি স্নেহ ও প্রেম শূন্য হইয়া আমার আত্মা দৃষ্টি করিয়া আত্মার দ্বারা আমার সহিত যোগ দেও, তাহা হইলেই আমাদিগের সম্বন্ধ সার্থক হইবে।

পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া স্বামির পায়েতে মস্তক দিয়া থাকিলেন। ভর্ত্তা তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে লইয়া মুখোপরি মুখ রাখিলেন তখন তিনি অপার্থিব ভাব ধারণ করিলেন ও বলিলেন—দেখ তুমি আমার পরেশ পাথর, তোমাকে স্পর্শ করিলেই পার্থিব ভাব বিগত হয়।

দিবা অবসান। পতিভাবিনী বলিলেন তোমাকে দেখিয়া আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে যে পাক করিয়া তোমাকে ভোজন করাই। সকল যোগিনীরা এই প্রস্তাবে আনুকূল্য করাতে অন্ন ব্যঞ্জন শীঘ্র প্রস্তুত হইল ও সকলে একত্র বসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। রাত্রে এক ঘরে সকলেই থাকিলেন। যে পুরুষ আধ্যাত্মিক, তাহার দৃষ্টি, বাক্য ও কার্য্য পরিশুদ্ধ, স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট স্ত্রীলোক নহে এই কারণে যোগিনীগণ কিছুতেই কুণ্ঠিত হইলেন না— উদার চিত্তে আপন আপন বক্তব্য ও জিজ্ঞাসা বলিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে রজনী সুখেতে যাপিত হইল।

১৮।—অন্বেষণ ও পতিভাবিনির অভেদীকে দর্শন— তাঁহার নিকট আত্মজ্ঞান লাভ ও তাঁহার পরিচয়।

রম্না পর্ব্বত বড় উচ্চ, রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও প্রস্তরে পূর্ণ—অনেক কষ্টে উঠিতে হয়। স্বামী পত্নির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। এক এক বার ক্লান্ত হইতেছেন। ঝর্ণার জল ও বন ফল খাইয়া আবার গমনোদ্যত। তিন দিবসের পর মনুষ্যের মুখ দেখিলেন। এক জন পার্ব্বতীয় চাষ করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, অভেদীর বাটী একটু উত্তরে গেলেই দেখিবে। সেখানে তিন চারটি বাটী আছে—যে বাটী তিন তোলা তাঁহার বাটী সেই। সেই বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়া অভেদীকে দর্শন করত দুই জনে তাঁ-হাকে প্রণাম করিলেন। অভেদী তাহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক বসাইয়া কিঞ্চিৎ আতিথ্য করত বলিলেন—আপনারা যে জন্য এখানে আসিলেন তাহা আমি অবগত আছি। আত্ম জ্ঞান ও আত্ম সাধনা যাহা আমি জানি তাহা সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ করুন।

১ আত্মার অস্তিত্ব, স্বতন্ত্রত্ব ও অমরত্ব আধ্যাত্মিক অভ্যাসে প্রতীয়মান। আত্মা বদ্ধ অথবা মুক্ত। বদ্ধভাবই সাধারণ ভাব। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি অথবা বাহ্য বিষয়ের অধীন সে পর্য্যন্ত আত্মা বদ্ধ। বদ্ধ আত্মা আবস্থিক-অবস্থাধীন হইয়া প্রকাশ পায়। সাময়িক সত্ত্ব, রজ, তম অথবা ইহাদিগের মিশ্রিত গুণ বদ্ধ আ-ত্মার লক্ষণ। বদ্ধ আত্মার বিবেকতা পরিমিত—বিশেষ বিশেষ

মত—বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস—বিশেষ বিশেষ মঙ্গল অমঙ্গল বিশেষ বিশেষ পাপ পুণ্য—বিশেষ বিশেষ উপাসনা—বিশেষ বিশেষ পারলৌকিক গতি,—বিশেষ বিশেষ নরক স্বর্গ,—বিশেষ বিশেষ সগুণ ঈশ্বর—বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় সৃজন ও প্রচার করে। বদ্ধ আত্মা কর্তৃক যে ঈশ্বর জ্ঞান লব্ধ হয় সে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান কারণ তাহাতে পার্থিব ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হয়। এই কারণে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঈশ্বর জ্ঞান জগতে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে জগতে অসীম মতান্তর। যেখানে সাত্ত্বিক গুণের প্রাবল্য সেখানে ঈশ্বর জ্ঞান অবশ্যই উচ্চ হইবে কিন্তু সাত্ত্বিকতায় প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারেনা। সাত্ত্বিকতা রজ ও তম হইতে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আবস্থিক ও যাহা আবস্থিক তাহা নশ্বর—কেবল আত্মার পূর্ণ শক্তি ক্রমশঃ উদ্দীপন জন্য উদিত ও পালিত হইয়া থাকে। আত্মা মুক্ত না হইলে বাহ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না—মুক্ত না হইলে ভাবাতীত হইতে পারে না—ভাবাতীত না হইলে ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না—ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান না হইলে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে বাহ্য বা প্রকৃতি অথবা আবস্থিক জ্ঞান অথবা ভাবে লিপ্ত হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে পার্থিব সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল বা পারলৌকিক ভয় ও আশা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও ক্রমশঃ স্বশক্তিতে উন্নত হইয়া অপার্থিব, শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক বলে আপনাতেই বর্ণনাতীত অনন্ত স্বর্গের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—আপনাতেই

রমণ করে। শরীর ধারণ করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা বড় কঠিন—বিস্তর আয়াশে ও যত্নে আমি কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছি ও যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত প্রকারে দৃষ্টি হইতেছে এবং এক্ষণে যাহা জানি তাহা ইন্দ্রিয়, অথবা আত্মার কোন আবস্থিক শক্তি ও ভাবের দ্বারা জানি না—অনাবস্থিক ও পূর্ণ আত্মা দ্বারা জানি।

অম্বেষনচন্দ্র ও তাঁহার বণিতা তুষ্ট হইয়া থাকিলেন ও বলিলেন আপনকার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিতে প্রার্থনা করি। সে দিবস অন্যান্য আনুসঙ্গিক কথায় বিগত হইল। পর দিবস অরুনদয়ে অভেদী আধ্যাত্মিক আহ্নিক সমাপনানন্তর আপন বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভদ্রগ্রামে আমাদিগের বাস। পাঠশালাতে লিখিতাম। গুরু মহাশয়ের নিকট ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করিয়া ভক্তি ভাবে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতাম। আমি ভাবিতাম আমরা চঞ্চল শিশু সর্ব্বদা অস্থির—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ কিরূপে এত একমনাঃ হইয়াছিলেন? পিতার বিলক্ষণ বৈভব ছিল—বাটীতে নানা প্রকার পূজা হইত—প্রতিমার নিকট পুষ্পাঞ্জলি দেওন কালীন আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতাম—হে দেবি! আমাকে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের মত কর। এই ভক্তিভাব সর্ব্বদা স্থায়ী হইত না—উৎসব কালে তামসিক ও রাজসিক ভাবের উদয় হইত। দরিদ্র লোকদিগকে দান করিবার সময়ে কখন দয়া—কখন অহঙ্কারের আবির্ভাব হইত। বাটীতে মাঘ মাসে কথকতা শুনিতাম —শুনিয়া কখন কাঁদিতাম—কখন হাসিতাম—কখন ভাবিয়া

ভাল মন্দ বিচার করিতাম। গ্রামে এক পাদ্রির স্কুল ছিল সেখানে ইংরাজি শিক্ষার্থে প্রেরিত হইলাম। অনেক ইংরাজি গ্রন্থ ও বাইবেল পাঠ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইলাম। কথকের মুখে যমালয়ের বর্ণন শুনিয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাস হইত এক্ষণে পাদ্রি ঐ ভয়কে জ্বলন্ত করিলেন। তিনি বলিতেন মনুষ্য স্বাভাবিক পাপী, যদি পরিত্রাণ চাহ তবে খ্রীষ্টকে ভজনা কর নতুবা নরকে চিরকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক—খ্রীষ্ট অনুরোধ না করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন না। শয়নকালে ভয়েতে মৃতবৎ হইতাম—এক২ বার মনে হইত আর ভাবিতে পারি না—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করি, আবার ভয় কমিয়া গেলে বিবেকতার উদয় হইত ও চিন্তা করিয়া অনুসন্ধান করিতাম। রাত্রিতে সংস্কৃত পড়িতাম—দুই তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্য, দর্শণ, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ অনেক পড়িলাম। উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন অংশ বাইবেল অপেক্ষা উত্তম বোধ হইতে লাগিল। এ সময়ে আমার বিবাহ হইল। ভার্য্যা পিতা কর্ত্তৃক সুশিক্ষিতা। আমার সহিত অধ্যয়নে ও ঈশ্বর উপাসনাতে যোগ দিলেন। আমি যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলাম ও আমার মনের যে ভাব তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিলাম। নির্জ্জনে দুই জনে বসিয়া অনেক ভাবিতাম ও তর্ক বিতর্ক করিতাম, কিন্তু কিছুই মনঃপূত হইত না। দৈবাৎ পিতার মৃত্যু হইল। সংসার গলায় পড়িলে তাঁহার বিষয়ের অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম অনেক টাকা আত্মীয় বর্গকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা পরিশোধ

করণে অশক্ত। কেবল এক খানা আবাদ ছিল তাহাতেই সংসার নির্ব্বাহ হইত। ঐ বিষয়টি ভাল দেখিয়া এক জন প্রবল জমীদার আমাকে বেদখল করিল। আদালতে অভি-যোগ করিলে দলিল দাখিল করিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি সকল বাক্স, আলমারি তল্লাস করিলাম, কিন্তু দলিল পাওয়া গেল না। মাতা ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া রাত্রে শয়ন করিয়াছি—স্বপ্নে পিতা সম্মুখে আসিয়া বলিতে-ছেন—দলিল অমুকের জামিনের জন্য আদালতে দাখিল আছে—জামিনের মেয়াদ গিয়াছে, দরখাস্ত করিলেই দলিল ফেরত পাইবে। অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিক দেখি—কিছুই দৃষ্ট হইল না। দলিল জন্য একটু হর্ষ হইল, কিন্তু পিতার জন্য শোক জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। এই স্বপ্ন মাতা ও পত্নীকে বলিলাম। পরে দলিল পাইলে আবাদ হস্তগত হইল। এক ঘটনার নানা ফল। এই স্বপ্ন পুনঃপুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলাম ও ক্রমে আত্ম বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক পাঠ করিলাম—অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মানস অসিদ্ধ রহিল, কেবল মুখে পণ্ডিত হইলাম। অন্যান্য লোক যাহা লিখিয়াছে তাহা ওলটপালট করিয়া বলিতে পারিতাম, কিন্তু কিরূপে আত্ম জ্ঞান লব্ধ হইতে পারে তাহা কিছু স্থির হইল না। অশরীর আত্মাদিগের সহিত আলাপ জন্য অনেক সরকেলে অর্থাৎ চক্রে যাইতাম—মেজ,চৌকি উৎপতন দেখিলাম—অনেক প্রকার মিডিয়মও প্রকাশ হইল—কালি, কলম,কাগজ সম্মুখে থাকিলে কেহ২ অনিচ্ছাপূর্ব্বক হাতচালার ন্যায় লিখিয়া দেখায় ও কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরও পা-

ওয়া যায়। এই প্রকার অনেক ভৌতিক বিজ্ঞান প্রমাণ দেখিয়া ভাবিতাম ইহা সত্য হইতে পারে, অথবা কিয়দংশ সত্য কিয়দংশ মিথ্যা, কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয় সংযুক্ত জ্ঞান অবশ্যই কিছু না কিছু ভ্রমজনক, অতএব কি প্রকারে আত্মজ্ঞ হইতে পারি, কি প্রকারে অকর্ত্তা না থাকিয়া আপন কর্ত্তা অবস্থা পাই—কি প্রকারে অন্যত্ব হইতে উদ্ধার হইয়া আমিত্ব লাভ করি, এই অহরহ চিন্তা করিতাম। কার্য্য অনুরোধে ঢাকায় গমন করিলাম—নানা মতাবলম্বী লোকের সহিত আলাপ হইল। সাকার ও নিরাকার উপাসকদিগের সহিত অধিক সহবাস করিলাম। তাহাদিগের উভয়ের উপাসনা শুনিয়া ভাবিতাম—প্রথম প্রথম নিরাকার উপাসকদিগের উপাসনা ভাল জ্ঞান হইত, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে দুই উপাসনা প্রায় সমতুল্য। সাকার উপাসকেরা হস্ত নির্ম্মিত দেবতা অর্চ্চনা করে। নিরাকার উপাসকেরা মনগড়া দেবতা পূজা করে, উভয়ের ঈশ্বর ফলতঃ সগুণ ঈশ্বর—পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক উপাসনা সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আত্মার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অভ্যাসে সাকার উপাসক অধিক অপৌত্তলিক, ও নিরাকার উপাসক অধিক পৌত্তলিক হইতে পারে। উপনিষদে ঈশ্বর উচ্চরূপে বর্ণিত—স্থানে স্থানে উপমেয়—স্থানে স্থানে অনুপমেয় ভাবে প্রচারিত, কিন্তু পৌত্তলিকতা কিম্বা অপৌত্তলিকতা বাহ্য সম্বন্ধীয় নহে—অন্তর সম্বন্ধীয়। নিরাকার উপাসক হইলেই অপৌত্তলিক হয় না। তথাচ নিরাকার উপাসকদিগের সহিত যোগ দিয়া অনেক কাল যাপন করিলাম।

উপাসনা কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইত। পাপ জন্য ভয় ও অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা,—পরিত্রাণ জন্য করুণা,—ঈশ্বর মাহাত্ম্য ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও কৃপা জন্য নম্রতা ও ভক্তি আত্মাতে উদয় হইত; কিন্তু কোন ভাবকেই অধিক ক্ষণ ধারণ করিতে পারিতাম না ও কখন কখন ঈশ্বরের গুণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার গুণ প্রতিপাদক শান্ত মূর্ত্তি হৃদি দর্পণে দেখিতাম। এই প্রকার উপাসনাতে আত্মার কিঞ্চিৎ বিমলতা জন্মিল, কিন্তু উপাসনার পর শান্ত ধ্যানে স্থির করিলাম যে ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানা জীবনের লক্ষ্য। যে অভ্যাস করিতেছি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অভ্যাস প্রয়োজনীয়। এরূপ উপাসনাতে যে সকল ভাব উদ্দীপ্ত হয় তাহা অল্প বা অধিক ভাগেই হউক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে ও নাট্যশালায়, অথবা সঙ্কীর্ত্তন কালীন ঐ সকল ভাবের অভাব হয় না। আর এ কথাও বিবেচ্য যে উপাসনা কি? ঈশ্বর এমত মহৎ, অসীম, অনন্ত যে আমাদিগের উপাসনাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না ও তাঁহার বিরক্তি ও তৃপ্তিও নাই, তবে উপাসনা কি প্রকার হইবে?

বাহ্য ও অন্তর রাজ্যের সম্বন্ধ নিকট—স্ত্রীপুরুষের ন্যায়। বাহ্য স্ত্রী—অন্তর পুরুষ। পরমেশ্বর যাহাই করিয়াছেন তাহাই বর্ণাতীত। বাহ্য রাজ্য লইয়া নানা শক্তি ও ভাবের উদ্দীপন ও এই পরিচালনায় আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি। অতএব আমরা যে প্রকারেই উপাসনা করি আমাদিগের আত্মা অবশ্যই উন্নত হইবে—আমাদিগের উপাসনাতে আমাদিগেরই উপকার—

ঈশ্বরের ক্ষতি, বৃদ্ধি কিছুমাত্র নাই। যদি আমাদিগের উপাসনা বশাৎ ঈশ্বর বারম্বার মুগ্ধ বা আকৃষ্ট হয়েন তবে তাঁহার শক্তি ও নিয়ন্তৃত্ব পরিমিত। এ কখনই হইতে পারে না। তবে উপাসনা কিরূপে হইবে—এই অহরহ ভাবিতেছি। ইত্যবসরে গেহিনির নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম যে মাতার কাল হইয়াছে ও পরদিবসে জ্যেষ্ঠ পুত্রও লোকান্তর গমন করিয়াছেন। যেমন প্রবল বায়ুতে দেশ ছিন্ন ভিন্ন করে তেমনি শোকেতে আত্মার গ্রন্থি ভেদ করে ও এই গ্রন্থি ভেদেতেই আত্মার মুক্তি লাভে মগ্ন হইলাম। শোকেতে আত্মার মালিন্য বিগত হয়। যে ঘটনা ঘটে তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে গৃহীত হইলে অসীম মঙ্গলজনক। ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি জগতে কিছুই অমঙ্গল দেখেন না। ঢাকা হইতে বাটীতে আসিয়া গেহিনীকে ঔদার্য্যে পূর্ণ দেখিলাম ও অনেক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পর এই স্থির হইল যে বাহ্যকে আত্মার অধীন করাই প্রকৃত উপাসনা—আত্মাই ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শক্তি—আত্মজ্ঞ না হইলে অর্থাৎ যাহা জানিব তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা হইবে না, আত্মা দ্বারা জানা হইবে, তাহা না হইলে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি সে জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। এই উপাসনাতে আমরা দুই জনে প্রবৃত্ত হইলাম। মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা, বিদ্বেষ, প্রেম ও যাবদীয় বৈকারিক, পার্থিব ও আবস্থিক ভাব আছে তাহা আত্মাতে যাহাতে সমভাবে লাগে, এই আমাদিগের অহরহ চেষ্টা ও উপাসনা হইল। কায়মনো চিত্তে অভ্যাসে নিযুক্ত থাকিয়া আমরা এতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইলাম যে, আপন আপন আত্মস্থ হইয়া শিরা, পেশী ও ইন্দ্রি-

য়ের কার্য্য স্বতন্ত্র দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব ধারণ করিলাম। আত্মার সহিত মস্তিষ্কের নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু আত্মা মুক্ত হইলে মস্তিষ্কতে যাহা প্রেরিত হয় তাহা আত্মায় লাগে না—আত্মা তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রীড়া করে না, ঐন্দ্রিয় সীমাতে বদ্ধ থাকে না, আপন স্বাধীনতা পাইয়া আপন অনন্ত শুদ্ধ অভিপ্রায়ে নিযুক্ত থাকে। আত্মা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত থাকিলে বদ্ধ ও পরিমিতরূপে প্রকাশ পায়—মুক্ত হইলে অনন্তরূপ ধারণ করে। ঈশ্বরের কৃপাতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ হইতে আত্মা অতীত—ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক অভ্যাসে আত্মার মুক্ত শক্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি কার্য্য হইবে তাহাও বুঝিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান এক্ষণে যে কি মধুময় তাহা আত্মাতে প্রচুররূপে জানিতেছি, বাক্যেতে বলিতে পারি না।

"যতোবাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্‌, ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

অভেদীর অভেদী জ্ঞান শুনিয়া অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করত বলিলেন আপনি আমাদিগের যথার্থ গুরু। অভেদী বলিলেন, ঈশ্বর জগতে কাহাকেই গুরু করেন নাই, তিনিই অনন্ত সত্যজ্ঞান ও জগদ্‌গুরু এবং অবিনাশী আত্মা তাঁহার প্রতিবিম্ব। এই আত্মা ভাবাতীত ও অনন্ত শক্তি ধারণ করে। প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকিলে

মনুষ্য পরিমিত ও অস্থায়ী—নানাত্ব অবলম্বন করে, কিন্তু মুক্ত হইলে নানাত্ব অপরিমিত ও চিরস্থায়ী—একত্ব আত্মাতে বিলীন হয়।

অন্বেষণচন্দ্র ও তাঁহার বণিতা অভেদীর নিকট থাকিয়া ঈশ্বরের অনন্ত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অভেদী জ্ঞান অর্জনে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ প্রচুর পীযূষ পান করিতে লাগিলেন।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেয়ট।

মন্‌জেল মন্‌জেল চলে চল ভাই।
মনে করোনা আগে মন্‌জেল নাই॥
যত মন্‌জেল যাবে, দুঃখ বিগত হইবে, সুখাকাশ প্রকাশিবে
দিবা রাত্রি নাই।
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব, ভব ভাবাতীত ভাব,
বাড়িবে সদাই॥

রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

কেন বাহিরে ভ্রমণ?
ইদং তীর্থ মিদং কার্য্যং নানা ধর্ম্ম সৃজন।
অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন।
মত বিশ্বাসের শেষ, কে করিতে পারে শেষ, বাহ্য গুরু
আচার্য্যের নানা মত বরিষণ।
নানাত্ব একত্ব হবে, আত্মময় হবে যবে, আত্মারি স্বর্গেতে হবে
তর্ক নরক বিলীন।
অনন্তং সত্যং ধ্যানং, অনন্তং সত্যং জ্ঞানং, অনন্তং আত্মারি
শক্তি স্ব শক্তিতে বর্দ্ধন।
হইলে হে জীব শিব, দেখিবে হে সব শিব, পরম শিবত্ব তত্ত্ব
নিয়ত নিদিধ্যাসন। গীতাঙ্কুর

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।